পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ

কুহু ও কেকা

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[চতুর্থ সংস্করণ]

প্রাপ্তিস্থান
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্,
২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯২৯

পাঁচ সিকা

প্রকাশক :—

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ

প্রিণ্টার :—

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড
বেনারস-ব্র্যাঞ্চ

সূচী

কুহু ও কেকা

দুই সুর

কোকিল—কালো কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি,
বসন্তে সে ভুলায়ে আনে হাওয়ায় করি' মন চুরি !
কুজ্ঝটিকা-কুটিল নভে বুলায় তুলি রঙ্গিলা,
দোলায় তৃণ-বল্লরীতে মঞ্জু ফুল-মঞ্জরী !

বনের যত মনের কথা সেই জেনেছে অন্তরে,
কিশোর কিশলয়ের আশা তারি সে সুরে সন্তরে !
শীতের গড়ে পাথর নড়ে—মুহুর্মুহু হয় ঢিলা,
মোচন হ'ল বন্দী যত মুকুল কুহু-মন্তরে !

সুখীর সুখী শিখী সে নাচে হেলায়ে গ্রীবা গৌরবে,
আওয়াজে তার কদম ফোটে,—কানন ভরে সৌরভে ;
কলাপ মেলি' করে সে কেলি রৌদ্রে স্নেহ সঞ্চারি',
ঘনায় ছায়া মোহন মায়া উচ্চকিত ঐ রবে !

দগ্ধ দেশে মুগ্ধ নাচে নয়ন মেঘে অর্পিয়া,—
মেদুর নভে ধূমল ফণী বেড়ায় যবে দর্পিয়া !
তমাল 'পরে নৃত্য করে কুহক কেকা উচ্চারি',
মূর্চ্ছি' পড়ে সর্প শত সত্রশিখা তর্পিয়া !

বনের কুহু, বনের কেকা,—কুহক-ভরা যুগ্ম-রাগ,
দেয় গো বাঁটি' নিখিল মাঝে আনন্দেরি যজ্ঞভাগ !—
অনাদি সুধা,—অনাদি সোম,—হয় না কেহ বঞ্চিত ;
অনাদি সাম, অনাদি ঋক্ পূর্ণ করে বিশ্ব-যাগ।

মনের কুহু,—মনের কেকা,—অনাদি তারো মূর্চ্ছনা,
গোপন তার প্রচার, তবু, তুচ্ছ না সে তুচ্ছ না।
গহন-গেহে নিভৃতে রহে নিখিল-হৃদি-সঞ্চিত,
মিলিয়া আছে উহারি মাঝে বরষা সাথে জ্যোৎসনা।

আপনি পড়ে ছন্দে ধরা আপনি তার উদ্বোধন,—
ক্রৌঞ্চী কাঁদে করুণ কুহু,—কবি সে—কেকা,—ক্ষুব্ধ মন।
উলসি' ওঠে গুপ্ততোয়া সুপ্ত নদী সুড়ঙ্গের,
কল্পলতা মুকুল মেলি' বিতরে চির গুপ্ত-ধন।

আদিম কুহু, আদিম কেকা,—ধরিবে কেবা ছন্দে সে,—
—জনম যার কামনা-লোকে মনের সুগোপন দেশে ;—
ফুটায়ে ফুল, ছুটায়ে হাওয়া, লুটায়ে ফণা ভুজঙ্গের
মিলায়ে দুঁহু গাহিবে মুহু—গাহিবে মহানন্দে সে !

ফুটিতে যাহা ঝরিয়া পড়ে,—গাঁথিবে তারে সঙ্গীতে !
কামনা বুঝি কনক-ধুনী সুমেরু চূড়া লঙ্ঘিতে !
মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিখিবে তারি মূর্চ্ছনা,—
প্রকাশ যার আকাশ-তটে অযুত শত ভঙ্গীতে।

হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ুর কেকা রব করে,
গহন প্রাণ-কুহর মাঝে স্বপন-ঘেরা গহ্বরে !
ধেয়ানে দোঁহে আরতি করি' ফুটাবে মেঘে জ্যোৎসনা
স্মিরিতি সাথে পীরিতি, আজি মন্দ্র-মধু মন্তরে।

জ্যোৎস্না-মদিরা

চন্দ্র ঢালিছে তন্দ্রা নয়নে,
মল্লিকা বনে ঢালিছে মায়া
ছায়ায় আর্দ্র আলো খানি আজ
আলো-মাখা ফিকে হাল্কা ছায়া !
সুদূর-স্বপন-বিধুর প্রাণ,
উঠিছে মৃদুল মধুর গান,
মৃদুল বাতাসে মর্ম্মর ভাষে
উছসি' উঠিছে বনের কায়া !
স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে
গাহে অন্তর কত না ছন্দে,
আলোকে ছায়ায় প্রেমে সুষমায়
ভুবনে বুলায় মদির মায়া !

কু ?

বসন্তের প্রথম উষায়
ফুলদলে জাগাবে বলিয়া
বহিল দক্ষিণ বায়ু ;—কে আজি সুধায়
মুহুর্মুহু আনন্দে গলিয়া ?—'কু ?'

মধু আলো, মধুর বাতাস
বুঝি তারে করেছে বিহ্বল,
ভুলে গেছে দ্বন্দ্ব, দ্বিধা দুঃখের আভাষ,—
তাই সে সুধায় অবিরল—'কু ?'

সে যে আজ মেলেছে গো পাখা,
দেখেছে গো সৌন্দর্য্য অপার,
হাওয়া তারে মাতায়েছে চূত-রেণু-মাখা,
তাই বুঝি পুছে বারম্বার—'কু ?'

বিধাতা করেছে তারে কালো,—
নীরব শিশিরে বরষায়,
তবু সে ফেলেছে বেসে জগতেরে ভালো
প্রেমোচ্ছ্বাসে তাই সে সুধায়—'কু ?'

মদন-মহোৎসবে

বন উপবন আলো ক'রে অশোক ফুটে আছে,
অশোক ফুলের রূপটি ঠাকুর! চাইছি তোমার কাছে;
চোখের দাবী মিট্‌লে পরে তখন খোঁজে মন,
তাই তো প্রভু! সবার আগে রূপের আকিঞ্চন।

কুহু ও কেকা

মল্লিকা ফুল হাস্‌ছে হরি' হাওয়ার মগজ মন,
মনোহরণ বিদ্যাটি দাও—এ মোর নিবেদন ;
মনের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে শক্তি যেন হয়,—
নইলে, শুধু রূপের আদর—হয় না সে অক্ষয়।

আমের মুকুল জাগ্‌ছে আকুল ফলের আশা নিয়ে,
সফল কর আমায় ঠাকুর ! প্রেমের পরশ দিয়ে ;
প্রিয় আমার স্নেহের নীড়ে স্নিগ্ধ যেন রয়,
মনের মোহ ফুরিয়ে গেলেও প্রাণের পরিচয়।

গন্ধ-মধু-রূপ-সায়রে ভাস্‌ছে নীলোৎপল,—
নিখুঁৎ-নধর অটুট আদর সোহাগ-শতদল ;
রূপে, রীতে, মাধুরীতে অম্‌নি হ'তে চাই,
চোখের মনের প্রাণের ক্ষুধা মিটিয়ে যেন যাই।

মল্লিকা ফুল, আমের মুকুল, অশোক, নীলোৎপলে,
ঠাকুর তোমার চরণ পূজি,—পূজি নয়ন-জলে ;
অরুণ অরবিন্দ সম তরুণ এ হৃদয়,—
তোমার বরে কামনা তার সফল যেন হয়।

মধুমাসে

যে মাসেতে পুষ্পে মধু,—
মধু মধুকরের মুখে,—
হিয়া যখন হাওয়ার আগে
হয় গো মদির অধীর সুখে ;—
আঁখি আকুল অন্বেষণে
ফিরছে যখন বনে বনে,
মুহুর্মুহু কুহু স্বরে
তন্ত্রী দুলে উঠ্‌ছে বুকে ;—
তখন তুমি দিলে দেখা অমনি
ফুলের বনে ফুলের রাণী রমণী !
অম্‌নি বিপুল সুখের ভরে,
আকুল আঁখি উঠ্‌ল ভ'রে,
পুলক হাসি পাগল বাঁশী
বিদায় দিল মৌন দুখে !

গান

মুখখানি তার পদ্মকলি
ভাবের হাওয়ায় দোদুল্‌-দুল্‌ !
সুখের স্বপন, বুকের সে ধন,
দুখের আপন সে বুল্‌বুল্‌ ।

ভুবন-ভোলা নয়ন দু'টি
খোঁজে না ছল, নেয় না ত্রুটি,
ছুটির হাওয়া ছুটিয়ে সে দেয়,—
আপন-ভোলা মধুর ভুল !
উড়ো পাখীর লাগ্‌ল পরশ
তাইতো রে মন গেল উড়ে,
কি এক হাওয়া জাগ্‌ল সরস
স্বপন-সুখের ভুবন জুড়ে !
তড়িৎ-ভরা মেঘের মতন
হৃদয় জুড়ে জাগ্‌ল চেতন,
দেব্‌তা সে কোন্ ছদ্মবেশে
কল্পলতার কাম্য-ফল।

চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা

বনপথে চলেছে চার্ব্বাক,
সূর্য্যতাপে স্পন্দিত সে বন ;
ক্লান্ত আঁখি, চিন্তিত, নির্ব্বাক্,
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন।
হ্রদের দক্ষিণ কূলে ভিড়ি'
শ্যামলেখা শোভিছে শৈবাল,
মরালীর পক্ষে চঞ্চু রাখি'
আঁখি মুদে চলেছে মরাল।

তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি'
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির।

চলিয়াছে চার্ব্বাক কিশোর,
ভ্রূকুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর ;
শিশিরের পদ্মকলি সম
রুদ্ধ প্রাণে দ্বন্দ্ব নিরন্তর।

"আজি যদি মঞ্জুভাষা আসে এই পথ দিয়া,
চকিতে আঁচলখানি নেব তার পরশিয়া,
সে যদি জানিতে পারে! সে যদি পালটি চায়!
মাগিয়া লইতে ক্ষমা আমি কি পারিব, হায়!
সে এলে অবশ তনু, কথা না জুয়ায় আর।
কত যেন অপরাধ,—আঁখি নোয় বারবার!
সময় বহিয়া যায়, চ'লে যায় রূপসী,
রাখিয়া রূপের স্মৃতি ডুবে যায় সে শশী।

* * *

"কে বলে বিধাতা আছে, হায়,
কে বলে সে জগতের পিতা,
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—
ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা!

পিতা যদি সর্ব্বশক্তিমান
পুত্র কেন তাপের অধীন?

পিতা যদি দয়ার নিধান
পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন ?
নাহি—নাহি—নাহি হেন জন,
বিধি নাই—নাহিক বিধান ;
কোন্ ধনী পিতার সংসারে
অনাহারে মরেছে সন্তান ?
মোরা যে বিশ্বের পরমাণু
স্নেহ প্রেম মোদেরো প্রবল ;
আর যেই ত্রিলোকের পিতা
তারি প্রাণ পাষাণ-নিশ্চল ?
দাসীপুত্র যারা জন্মদাস
ভয়ে ভক্তি জানি তাহাদের,
আজন্ম যে হ'তেছে নিরাশ,—
সেও রত তোষামোদে ফের !
ধিক্ ! ধিক্ ! মরণের দাস !
মুখে বল পুত্র অমৃতের !
ছিল দিন,—হাসি আসে এবে ;—
নখে চিরি' বক্ষ আপনার,
আমিও ক'রেছি লোহদান
লৌহময় পায়ে দেবতার।
বালকের অখল হৃদয়ে
আমিও করেছি আরাধন,

ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমন।
ফল তার ?—পদে পদে বাধা
আজনম,—বুঝি আমরণ !
মরণের পরে কিবা আর ?
নাহি—নাহি—নাহি কোনো জন।”

অকস্মাৎ চাহিল চার্ব্বাক
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,
রশ্মি-রসে ডুবু-ডুবু বন,
আবির্ভূতা বনে বনদেবী !
মঞ্জুভাষা রূপে বনদেবী
শিরে ধরি’ পাষাণ কলস,
আসে ধীরে আশ্রম বাহিরে
গতি ধীর, মন্থর, অলস।

পর্ণরাশি-মর্ম্মর-মঞ্জীর
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি’ ;
অযতনে কুন্তলে বল্কলে
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী।
লতিকার তন্তু সে অলক,
মঙ্গল-প্রদীপ আঁখি তার ;
পরিপূর সংযত পুলকে
কপোল সে পুষ্প মহুয়ার।

ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক,
অধরেতে স্বপ্ত অভিমান ;
বাহুলতা চন্দনের শাখা,
বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান।
চাহিয়া সহসা বালা ডাকিল চার্ব্বাকে
"ওগো ! শোনো শোনো,
শুনিনু এনেছ তুমি মৃগ-শিশু এক,
আছে কি এখনো ?"
মন-ভুলে চেয়েছিল মুখপানে তার
বিস্ময়ে চার্ব্বাক,
নীরব হইল বালা ; কি দিবে উত্তর ?
বিষম বিপাক !
কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদগদ বচন
"সুন্দর হরিণ,
চিত্রিত শরীর তার সোনার বরণ ;—
যেয়ো একদিন !
আজ যাবে ?" মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্ব্বাক
ভরসা ও ভয়ে ;
মঞ্জুভাষা কহে "না, না, আজ ?—আজ থাক্ !"
আধেক বিস্ময়ে !
সহসা সংবরি আপনায়,
কহে বালা চাহি মুখপানে,

"শুনিনু মা-হারা মৃগ-শিশু
মৃত মৃগী কিরাতের বাণে ;
ইচ্ছা করে পালিতে তাহায়,—
শিশু সে যে মা-হারা হরিণ ;
পড় তুমি,—অবসর না থাকে তোমার,—
বলিলে পালিতে পারি আমি সারদিন।
বল, আমি মা হ'ব তাহার।"
"তাই হোক্" কহিল চার্ব্বাক,
"আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহ-ধার
দিয়ো তুমি।" কহি যুবা হইল নির্ব্বাক্।
কৌতুকে চাহিয়া মুখপানে
মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে
চ'লে গেল মরাল গমনে
জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে।
আশার বাতাসে করি ভর
ফিরে এল চার্ব্বাক কুটীরে,
ভাষাহীন আশার আবেশে
সুখভরে চুমে মৃগটিরে।
ঠেকেছিল মনোতরী খান্
প্রাণ-নাশা সংশয়-চরায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায়।

যত কিছু ছিল বলিবার
না বলিতে হ'ল যেন বলা,
বোঝা—সোজা হ'ল মনে মনে,
ধুয়ে গেল যত মাটি মলা।

ছিল ঠেকে মনোতরী খান,
চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে ?
কে গো তুমি দুর্জ্জেয় মহান্ ?
কে দেবতা এলে আজি

"এ আনন্দ কে দিলে আমায় ?—'
আশা-সুখে মন পরিপূর !
এতদিন চিনি নি তোমায় ;
আজ বটে দয়ার ঠাকুর !"

রাত্রি এল ;—শয্যাতলে জাগিয়া চার্ব্বাক,
আশা-সুখে ধন্য মানে জন্ম আপনার ;
নির্গুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা,
আনন্দ-মূর্ত্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তার !

সেই একদিন শুধু জীবনে চার্ব্বাক
নত হ'য়েছিল নিজে চরণে ধাতার ;
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন,—
সে যে আনন্দের দিন,—সে যে প্রত্যাশার।

সহজিয়া

ফুলের যা' দিলে হ'বেনাকো ক্ষতি
অথচ আমার লাভ,
আমি চাই সেই সৌরভ,—শুধু—
অতনু অতল ভাব।
আমি চাই সেই দূর-হ'তে-পাওয়া
আমি চাই মধু-মশ্‌গুল হাওয়া,
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব,
যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু
আমার পরম লাভ।
বৃন্তটি হ'তে ছিঁড়িতে না চাই
দিতে নাহি চাই দুখ,
সহজ প্রেমের অমল আমোদে
ভরিয়া উঠুক বুক!
ঘাঁটিতে না চাই দুনিয়ায় মাটি
তারি মাঝে মিশে রয়েছে যা' খাঁটি,
নিতে হ'বে সেই পরশ মণির
চুম্বিত সোনাটুক্,
কারো কোনো ক্ষতি হ'বে না, অথচ
আমার ভরিবে বুক।

লীলার ছল

আমি যদি চাই, অবগুণ্ঠনে
তুমি মুখখানি ঢাক ;
নয়ন ফিরালে, তবে, অনিমিখে
কেন গো চাহিয়া থাক !
এমনি করিয়া চিরদিন কিগো !
জড়ায়ে রাখিবে মোরে ?
তবু কাছাকাছি হবে না ? আমার
জীবন দিবে না ভ'রে ?
নয়ন তোমার করে অনুনয়,
তুমি দূরে স'রে থাক !
লীলায় হেলায় মেঘের মেলায়
রঙীন্ স্বপন আঁক !
পূজা চাও তুমি হৃদয়-প্রাণের
হায় গো পাষাণ-দেবী !
তবুও আমায় ধন্য হইতে
দিবে না তোমায় সেবি' !
ফাগুন ফুরায় ফুল ঝ'রে যায়
ওগো কৌতুক রাখ,
হৃদয়ের পুরে পরিচিত স্বরে
ডাক গো বারেক ডাক

অবগুণ্ঠিতা

আমি বসনে ঢেকেছি মুখ
দেখিতে তোমায়!
দূরে স'রে যাই, বুকে
আঁকিতে তোমায়!
তুমি অভিমান-ভরে ফিরে যেয়ো না,
নিরাশ নয়নে বঁধু তুমি চেয়ো না;
আমার ভুবন ভরি'
আছ দিবা-বিভাবরী,
আঁখির পুতলী! হেরি
আঁখিতে তোমায়!

লব্ধ-দুর্লভ

হে মম বাঞ্ছিত নিধি! সাধনার ধন!
নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির-আকিঞ্চন!
করুণ-লোচনা!
অন্ধ এ মন্দিরে তুমি উদার জোছনা।

মলিন ধূলির কোলে লয়েছ গো ঠাঁই,
জোছনারি মত তবু অঙ্গে গ্লানি নাই!
অয়ি ইন্দুলেখা!
অন্তরে পেয়েছি তোমা, নহি আর একা।

নহি আর সমুদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষুধিত নয়ানে,
ফিরিনাকো দেশে দেশে নিষ্ফল সন্ধানে ;
হে অমৃত-ধারা
উঞ্ছ কটাক্ষের ভিক্ষা হ'য়ে গেছে সারা ;

এসেছ হৃদয়ে তুমি সহজ গৌরবে,
পূর্ণ করি' দশ দিক্ মন্দার-সৌরভে ;
আমি মুগ্ধ চিতে
ফিরেছি নীড়ের কোলে তোমারি ইঙ্গিতে !

আপনি মগন হ'য়ে গেছি আপনাতে,
ভাবিতেছি নিশিদিন—কী আছে আমাতে !
যাহার সন্ধানে
তুমি এসে ধরা দেছ ? হায়, কে তা' জানে !

সংসারের মাঝে ছিনু সন্ন্যাসী উদাস,
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে ফুলের নিশ্বাস,
আনিলে চেতনা,
দুখের গদগদ সুখ, সুখের বেদনা !

ভেবেছিনু জগতের আমি নহি কেহ,
তুমি ভেঙে দিলে ভুল, দিলে তব স্নেহ,
মর্ম্ম পরশিলে,
রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, হে সুন্দরশীলে !

আজি মোর সর্ব্ব চিত্ত সারা তনু ভরি'
আনন্দ-অমৃত-ধারা ফিরিছে সঞ্চরি' !
নীরবে নিভৃতে
আমাতে মিশেছ তুমি, অয়ি অনিন্দিতে !

জীবনে এসেছ পূর্ণা ! রিক্তা-তিথি-শেষে,
মানসী দিয়েছ দেখা মানুষের দেশে,
অয়ি স্বপ্ন-সখী,
তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি' ।

তুমি সে বালিকা—যার চম্পক অঙ্গুলি
লিখিত মেঘের স্তরে চঞ্চল বিজুলি !
যাহার লাগিয়া
জাগিত গো তন্দ্রাতুর বালকের হিয়া ।

শিয়রে সোনার কাঠি ঘুমাইতে তুমি,
মুক্ত দ্বারে রৌদ্র আর জ্যোৎস্না যেত চুমি' !
সাগরের তলে
তুমি সে গাঁথিতে মালা মুকুতার ফলে ।

তোমারি পরশ বহে বসন্ত বাতাস,
বর্ষা-জলোচ্ছ্বাসে ছিল তোমারি নিশ্বাস !
মূর্চ্ছিত বৈশাখে
ও লাবণ্য-মণি ছিল চম্পকের শাখে।

তুমি ছিলে অন্ধকারে কালোচুল খুলে,
চন্দ্রালোকে তোমারি অঞ্চল পড়ে দুলে ;
সন্ধ্যা সরোবরে
গন্ধ-তৃণে গন্ধ রেখে তুমি যেতে স'রে !

স্বপ্নে ছিলে স্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে,
অতনু আভাস ছিলে, ছিলে কল্পনাতে ;
আজ একেবারে
মর্ত্তে এলে মূর্ত্তি ধ'রে আমারি দুয়ারে !

মুগ্ধ মোরে ক'রেছ গো মুগ্ধ চোখে চাহি',—
ধুয়ে মুছে দেছ গ্লানি, তাই সখী গাহি
বন্দনা তোমারি,
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারী।

প্রিয়-প্রদক্ষিণ

প্রিয়ার ও তনু অতনু সে কোন্
দেবতার মন্দির !
বন্ধনহীন মন উদাসীর
আলয় সে শান্তির ।
তাহারে ঘিরিয়া ঘুরিছে হৃদয়
ঘুরিছে রাত্রিদিন,
উৎসুক সুখে কৌতুকে তারে
করিছে প্রদক্ষিণ !

ফিরিছে হৃদয় কুন্তলে তার
ফিরিছে কপোলে, চোখে ;
অধরে, উরসে, চরণে, পাণিতে
ফিরিছে তাম্র-নখে !
ফিরিছে আঙুলে, ফিরিছে জড়ুলে,
ফিরিছে ভুরুর তিলে,
ফিরে অবিরাম,—কৌতূহলের
অন্ত নাহিক মিলে ।

ঘুরি গো যাত্রী দিবস-রাত্রি
অনুপ দেউল ঘিরে,
নূতন প্রেমের নির্ম্মল-করা
'নির্ম্মালি' ধরি শিরে!
কত হাসি কত পুলক-অশ্রু
করি গো আবিষ্কার,
দৈব প্রসাদে খোলে দেউলের
নূতন নূতন দ্বার!

নূতন প্রণয় নব পরিচয়
নব রাগিণীর গীতি,
কত জনমের মূর্চ্ছনা তাতে
মূর্চ্ছিত কত স্মৃতি!
প্রিয়ার দিঠিতে ভোলা-মন আজ
হয়েছে জাতিস্মর,
দৈব আলোকে ভ'রেছে দু'চোখ
ভ'রেছে নীলাম্বর!

প্রিয়ার রূপের অন্ত নাহিরে
নূতন সে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে তার শোভা নব নব
হেরি বিস্ময় মনে!

উদ্বেল তাই হৃদয়-পরাণ
নাচিছে রাত্রি-দিন ;
নিবিড় পরশ আঁখি সনে করে
প্রিয়ারে প্রদক্ষিণ !

তুমি ও আমি

তুমি আমি—আমরা দোঁহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
ফুল-জনমে ;—ছিলাম যখন পাপড়ি-ঘেরা সিংহাসনে ;
আমার ছিল সোনার রেণু, স্নিগ্ধ মধু তোমার হাসে,
তুমি ছিলে মধ্য-কেশর, আমি তোমার ছিলাম পাশে।

হঠাৎ কি যে মর্জ্জি হ'ল,—হঠাৎ কেমন হ'ল মতি,
তফাৎ হয়ে গেলাম দোঁহে,—বিমুখ পরস্পরের প্রতি !
দীর্ঘ দিনের তপস্যাতে কায়মী হ'ল ছাড়াছাড়ি,
আমি ক্রমে হ'লাম পুরুষ, তুমি প্রিয়ে হ'লে নারী।

তফাৎ হ'য়েই ফুট্‌ল আঁখি,—দেখ্‌তে পেলাম পরস্পরে—
ভিতর থেকে টান পড়েছে,—চল্‌বেনাকো থাক্‌লে স'রে ;
'নোল্‌' দিয়ে তাই এগিয়ে এলাম,—এগিয়ে হ'টে গেলাম পিছে,
মান অভিমান জাগ্‌ল দারুণ,—মিলন বাধা বাড়ল মিছে।

আজ বিরহের দারুণ দাহে পরস্পরে চাইছি মোরা,—
আজ বিধাতার বিড়ম্বনায় চোখের জলে ঝরছে ঝোরা ;
আর মিলনের নেইক আশা মৌমাছিদের ঘটকালিতে,
ভাঙা এ মন জুড়তে এখন হচ্ছে নিতি জোড়-তালিতে !

তফাৎ হ'য়ে নেইক তৃপ্তি দু' ঠাঁই হ'য়ে দুখ মেনেছি,
লাভের মধ্যে, হায় গো বিধি হারিয়ে-পাওয়ার স্বাদ জে
হারিয়ে-পাওয়া ! গভীর সে সুখ !—প্রবল সে যে দুখের ব
বিচিত্র সে নূতন মিত্র !—এক সাথে সে হাসায় কাঁদায় !

ফুল-[illegible]মে অভেদ ছিলাম,—যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে,
আজ আমাদের এই মিলনে সেই কথাটিই জাগ্‌ছে মনে ;
দূরে স'রে দুনিয়া ঘুরে আবার মিলন এই জনমে,
যুক্ত দোঁহার যুক্ত হৃদয় আজ বিধাতার পায়ে নমে।

অকারণ

শূন্য যখন গাঙিনীর তীর,
পথে কেহ নাহি চলে,—
পড়েনাকো দাঁড় খেয়া-তরণীর
তিমির-মগন জলে,—

নীলাম্বরীর অঞ্চল দিয়া
সন্ধ্যা সে দেয় দৃষ্টি রুধিয়া,
গন্ধ তৃণের বিভোল গন্ধ
বাতাসের কোলে ঢলে ;—
করুণে মুরলী বাজে পরপারে,
দীপ জ্বলে নিবে কিনারে কিনারে,
সুখ-নীড়ে পাখী ঘুম-ভরা আঁখি
স্বপনে কি যেন বলে ;—
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
নয়নে—অশ্রু ছলে।
যবে ঝর ঝরে বারিধারা ঝরে
আর সব রহে চুপ—
তরু-পল্লবে সঞ্চিত জল
জলে পড়ে—টুপ্ টুপ্,—
যবে ঘুমন্ত কেতকীর শাখে
জড়ায়ে নিভৃতে সুনিবিড় পাকে
গন্ধ-মগন কাল ভুজঙ্গ
শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠে ;—
দাদুরীর ডাকে ভরি' উঠে বন,
দাপটিয়া ফিরে দস্যু পবন,
নব কদম্ব যূথীর গন্ধ
আকাশে বাতাসে লুটে,—

তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
নয়নে অশ্রু ফুটে !

প্রথম শরতে অম্বরে যবে
মেঘ-ডম্বরু বাজে,--
যবে খরশাণ বিধাতার বাণ
ঝলসে গগন মাঝে,—
কমল-কলিকা শঙ্কিত মনে
রহে নতমুখে মুদিত নয়নে,
তরুণ অরুণ কিরণ স্মরিয়া
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে,—
ব্যাকুল পরাণ খুঁজে আশ্রয়,—
খুঁজে সে শরণ চাহে সে অভয়,—
এ তিন ভুবনে আপনার জনে
খুঁজি' মরে সকাতরে,—
উছসি' উঠিয়া বিরহী এ হিয়া
নয়ন—সলিলে ভরে।

পউষের রাতে কঙ্কাল সম
বিথারি' রিক্ত শাখা,
কাঁদে যবে তরু ভিজিয়া শিশিরে
ভস্ম-কুহেলি মাখা,—

কুক্কুর তুলে বুক্কন ধ্বনি,
ঘুৎকার করে উলুক অমনি,
উত্তর বায়ু শীতের প্রতাপ
প্রচারে ভূমণ্ডলে ;—
দীর্ঘ যামিনী পোহায় জাগিয়া—
তপ্ত হিয়ার পরশ মাগিয়া,
পরাণ ক্ষুণ্ণ নয়ন শূন্য
নিবিড় তিমির তলে,—
এখনি এ হিয়া উঠে উছলিয়া,
নয়নে মুকুতা ফলে।

এ কি বিধুরতা হায় রে বিরহী!
কালে কালে নিতি নিতি!
এ কি রে দহন রহি' রহি' রহি'
একি অপরূপ গীতি।
এ কি মিছামিছি দুঃখের খেলা,
এ কি মিছামিছি আঁখিজল-ফেলা।
কোন্ বেদনার চির হাহাকার
চিরদিন জাগে প্রাণে!

কোন্ খানে সুরু, কোথা উন্মেষ,
কোন্ যুগে হায় হবে এর শেষ,
কোন্ রাগিণীর ব্যথা-ভরা রেশ
ধ্বনিছে সকল গানে!
অকারণে হায় অশ্রু গড়ায়
কোন্ সাগরের টানে!

পাল্কীর গান

পাল্কী চলে!
পাল্কী চলে!
গগন-তলে
আগুন জ্বলে!
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'
পাটায় ব'সে
ঢুল্‌ছে ক'সে

দুধের চাঁছি
শুষ্‌ছে মাছি,—
উড়ছে কতক
ভন্‌ ভনিয়ে।—
আস্‌ছে কা'রা
হন্‌ হনিয়ে?
হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক্‌ দু'পুরে
ধায় হাটুরে!

কুকুরগুলো
শুঁক্‌ছে ধূলো,—
ধুঁক্‌ছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।
ঢুক্‌ছে গরু
দোকান-ঘরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে!

পাল্কী চলে,
পাল্কী চলে—

দুলকি চালে
নৃত্য তালে !
ছয় বেহারা,—
জোয়ান তারা,—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ্ বাড়িয়ে
নাম্‌ল মাঠে
তামার টাটে !
তপ্ত তামা,—
যায় না থামা,—
উঠ্‌ছে আলে
নাম্‌ছে গাড়ায়,—
পাল্কী দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায় !
ঢেউয়ের দোলে
অঙ্গ দোলে !
মেঠো জাহাজ
সাম্‌নে বাড়ে.—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে !
কাজ্‌লা সবুজ
কাজল প'রে

পাটের জমী
ঝিমায় দূরে !
ধানের জমী
প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে
কাঁটার বেড়া !

'সামাল' হেঁকে
চল্‌ল বেঁকে
ছয় বেহারা,—
মর্দ্দ তা'রা !
জোর হাঁটুনি
খাট্‌নি ভারি ;
মাঠের শেষে
তালের সারি।

তাকাই দূরে,
শূন্যে ঘুরে
চিল্‌ ফুকারে
মাঠের পারে।
গরুর বাথান,—
গোয়াল-থানা,—

ওই গো! গাঁয়ের
ওই সীমানা!
বৈরাগী সে,—
কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপ্‌ছে কাদা;
মট্‌কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখ্‌ছে,—ডাগর
চক্ষু মেলে!
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি;
বৈরাগীটির
মূর্ত্তি শুচি।

পের্‌জাপতি
হলুদ বরণ,—
শশার ফুলে
রাখ্‌ছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে;—

এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায়!

পাল্কী দেখে
আস্‌ছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা,—
মাথায় পুঁটে!

পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে শোনা ;—
খোড়ো ঘরে
চাঁদের কোণা!
পাঠশালাটি
দোকান-ঘরে,
গুরু মশাই
দোকান করে!

পোড়ো ভিটের
পোতার 'পরে

শালিক নাচে,
ছাগল চরে।

গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লী জ্বলে ;
টাট্‌কা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।

গ্রামের সীমা
ছাড়িয়ে, ফিরে
পাল্কী মাঠে
নাম্‌ল ধীরে ;
আবার মাঠে,—
তামার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে হাঁটে ;
মাঠের মাটি
রৌদ্রে ফাটে,

পাল্কী আতে
আপন নাটে !

শঙ্খ-চিলের
সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে !
তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার
দেয় হরষে !
গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে,
বাঁধের দিকে
সূর্য্য ঢলে।

পাল্কী চলে রে !
অঙ্গ ঢলে রে !
আর দেরী কত ?
আরো কত দূর ?
"আর দূর কি গো ?
বুড়ো-শিবপুর

ওই আমাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।"

পাল্কী চলে রে,
অঙ্গ টলে রে ;
সূর্য্য ঢলে,
পাল্কী চলে !

মুগ্ধা

ওই রূপে মোর মন ভুলেছে, ভরেছে মন মোহন রূপে !
জেগে তোমায় স্বপন দেখি, তোমার রূপে যাচ্ছি ডুবে !
ওগো আমার দখিন হাওয়া ! অসীম তোমার দক্ষিণতা,
ওগো আমার তমাল ছায়া ! তপ্ত জনের ঘুচাও ব্যথা ;
ওগো শ্যামল শাঙনী মেঘ ! স্বপ্নে তোমায় চায় যে যূথী,
ওগো আমার গায়ক গুণী ! ওগো আমার গানের পুঁথি !
এই গিয়েছ কাছটি থেকে,—ভাবছি ছুটে যাই এখুনি,
বাড়িয়ে-বলা নয় গো এ নয় ভালবাসার-ভুল-বকুনি ;
হায় গো বিধির এম্‌নি বিধান মিলন-বেলাই অল্প-আয়ু,
শীতের বেলার চেয়েও খাটো,—বইছে তবু দখিন বায়ু !

ফুল-জাগানো দখিন হাওয়া,—দিল্-জাগানো দক্ষিণতা ;
মিলন-মেলা যায় ফুরায়ে, ফুরায় না হায় মনের কথা।
দূরে-কেন যায় গো লোকে,—আমি যে চাই থাকতে কাছে,
আনাগোনা ফুরিয়ে দিয়ে কাছে থাকায় দোষ কি আছে ?
এসো কাছে প্রিয় আমার—এস আমার জনম ভরি' ;
একলা ঘরে ওগো ! আমি তোমার কথা স্মরণ করি !
আস্‌তে তোমায় হবেই হবে—অগৌণেতেই আস্‌তে হবে,—
জেগে ভাল ফেল্‌লে বেসে—স্বপ্নে ভাল বাসতে হবে।

গ্রীষ্ম-চিত্র

বৈশাখের খরতাপে মূর্চ্ছাগত গ্রাম ;
ফিরিছে মন্থর বায়ু পাতায় পাতায় ;
মেতেছে আমের মাছি, পেকে ওঠে আম,
মেতেছে ছেলের দল পাড়ায় পাড়ায়।
সশব্দে বাঁশের নামে শির,—
শব্দ করি' ওঠে পুনরায় ;
শিশুদল আতঙ্কে অস্থির
পথ ছাড়ি' ছুটিয়া পালায়।
স্তব্ধ হ'য়ে সারা গ্রাম রহে ক্ষণকাল,
রৌদ্রের বিষম ঝাঁঝে শুষ্ক ডোবা ফাটে ;
বাগানে পশিছে গাভী, ঘুমায় রাখাল,
বটের শীতল ছায়ে বেলা তার কাটে।

পাতা উড়ে ঠেকে গিয়া আলে,
কাক বসে দড়িতে কূয়ার ;
তন্দ্রা ফেরে মহালে মহালে,
ঘরে ঘরে ভেজানো দুয়ার !

সাড়ে চুয়াত্তর

দূর থেকে আজ ওগো তোমায় মনের কথা কই,
নূতন খবর নেই কিছু আজ মনের খবর বই ।
ভাব্‌ছি আমি কোথায় তুমি হায় সে কত দূর,
কোথায় সহর কল্‌কাতা আর কোথায় কুসুমপুর !
না জানি কি ভাব্‌ছ এখন করছ কিবা কাজ,
কার সাথে বা কইছ কথা ? পরেছ কোন্‌ সাজ ?
ইচ্ছা করে হাওয়ারি ভরে তোমার কাছে যাই,
করছ যে কি পিছন থেকে লুকিয়ে দেখি তাই ।
ইচ্ছা করে শুন্‌তে তোমার বচন সোহাগের,
ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে ঢের !
ইচ্ছা করে কত কি যে—সাধ যে জাগে আজ—
শাদার পরে কালি দিয়ে লিখতে সে পাই লাজ ।
তবে যদি না পড় সে দিনের বেলায় আর
তবে লিখি,—লিখ্‌তে সে লোভ হচ্ছে যে বারবার !

হচ্ছে সে লোভ, কিন্তু, ওগো !—পড় না এর পর,
আমার চিঠির এই খানে আজ সাড়ে চুয়াত্তর ;
এইখানে শেষ করতে হবে দিনের বেলার পাঠ,
রাতের পড়া রাতে হবে, ভাঙলে লোকের হাট।
বাকিটুকু শোবার বেলায় বন্ধ ক'রে ঘর
একলা খুলে দেখ্‌তে হ'বে রেখে শেষের পর ;
সেই গোপনে মনে মনে পোড়ো চিঠির শেষ,
নিদ্‌-মহলে বন্ধু ! আমার আর্জ্জি হ'বে পেশ।
সেই গোপনের আবরণে, জানাই তোমার পায়,—
একটি তোমার চুমার লাগি পরাণ কাঁদে হায় !
দিয়ো দিয়ো একটি চুমা আমার চিঠির গায়,
প্রদীপ যদি হাস্‌তে থাকে নিবিয়ে দিয়ো তায়।
দাও যদি সে পাবই আমি, পাবই আমি টের,
হাওয়ার আগে হ'বে বিলি বার্ত্তা হৃদয়ের।
আস্‌বে স্বপন তোমার বেশে মুদ্‌লে আঁখির পাত,
কাট্‌বে সারা রাত্রি সুখে বন্ধু ! প্রিয় ! নাথ !
দূর থেকে সুর লাগ্‌বে বীণায়,—জাগ্‌বে গো অন্তর,
আমার চিঠির মাঝখানে তাই সাড়ে চুয়াত্তর।

গ্রীষ্মের সুর

হায়!
বসন্ত ফুরায়!
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্ম্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে!
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে উজ্জ্বল জাজ্বল-অনিমিখ
নিঃশ্বসিছে স্নিগ্ধ হাওয়া, হুতাশে মূর্চ্ছিত দশদিক্‌!
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায়;
হায়!

হায়!
আনন্দ ধরায়
নাহি আজ আনন্দের লেশ,
চতুর্দ্দিকে ক্রুদ্ধ আঁখি, চারিদিকে ক্লেশ।
সংবর ও মূর্ত্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর!
অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্চ্ছি বুঝি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর?

সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে ;—
পঙ্কিল পল্বলে পিয়ে গোষ্পদে ও কূপে,
পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চুপে !
তৃপ্তি নাহি পায় !
হায় !

হায় !
সান্ত্বনা কোথায় ?
রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে
জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উষ্মা-মনে ;
আশাহত ক্ষুব্ধ লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,
ময়ূরের বর্হ সম ময়ূখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায় !
হর্ম্ম্যতলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নি-কণা ক্ষরে,
হাতে মাথে ধুনী জ্বালি' বসুন্ধরা কৃচ্ছ্র ব্রত করে ;
ওঠে না অনিন্দ্য চরু অমোঘ প্রসাদ,—
দেবতার মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ,—
দীর্ঘ দিন যায়,
হায় !

হায়!
হৃদয় শুকায়!
নাহি বল, নাহিক সম্বল,
অন্তরে আনন্দ নাই, চক্ষে নাহি জল!
মূক হ'য়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,
বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অনুৎসুক,—ধুক্ ধুক্ করে শুধু প্রাণ
কে করিবে অনুযোগ? দেবতার কোপ; কোথা বা করিবে অনুযো
চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃস্ব নিরুদ্যোগ!
নাহি বাষ্পবিন্দু নভে,—বরষা সুদূর;
দগ্ধ দেশ তৃষায় আতুর,
ক্লান্ত চোখে চায়;
হায়!

অন্তঃপুরিকা

আর যে আমার সইছে নারে সইছে না আর প্রাণে,
এমন ক'রে কতদিন আর কাট্‌বে কে তা' জানে।
দিন গুণে দিন ফুরায় নাকো নিমিষ গণি তাই,
বুকের ভিতর হাঁফিয়ে ওঠে, আকুল চোখে চাই।
যেখান্‌টিতে বস্‌ত সে-জন বস্‌ছি সেথায় গিয়ে,
দেখ্‌ছি খুলে চিঠিটি তার ঘরে দুয়োর দিয়ে;—

বেশী আমি পাইনি যে গো পাইনি বেশী আর,
পারে যাবার একটি কড়ি একটি চিঠি তার।
হাসিয়েছিল কোন্ কথাতে,—হাস্‌ছি মনে ক'রে,
দেখ্‌তে হঠাৎ ইচ্ছে হ'য়ে চক্ষু এল ভ'রে।
শোবার ঘরে কবাট এঁটে ছবিটি তার লিখি,
হয় না কিছু,—সেইটি তবু নয়ন ভ'রে দেখি।
নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকি, তবুও কেন ছাই,
মনটা ওঠে আকুল হ'য়ে, উদাস হ'য়ে যাই।
ডানা যদি দিতেন বিধি উড়ে যেতাম চ'লে,
সকল ব্যথা সইত, মাথা রাখ্‌তে পেলে কোলে।
সীতা সতী বুদ্ধিমতী,—প্রণাম করি পায়,—
আজ বুঝেছি বনে কি সুখ, কি দুখ অযোধ্যায়।

আনন্দ-দেবতার প্রতি

এস প্রমোদ! পুলক! রভস হে!
আমি মুছেছি অশ্রুধার;
আজ মুকুল নহে তো অবশ হে!
তায় নীহার নাহিক আর।
আজ ধরণী আঁচলে আবর' গো!
যত কালিকার ঝরা ফুল,

পাখী কাকলি-কূজনে কুহর' গো
নদী গাহ গাহ কুলুকুল !

তবু নাহারে শিহরে ফুলদল !
পাখী নীরব পুনর্ব্বার !
নদী ভাসাইয়া আনে অবিরল
শুধু চিতার ভস্মভার !

আমি শ্মশানে বাসর রচিব গো
পরি' শুষ্ক ফুলেরি হার,
আমি নয়ন উপাড়ি রুধিব গো
এই নয়নের বারিধার ।

এস রভস-দেবতা ! বঁধুয়া হে !
তুমি এস সখা একবার,
আমি রাখিব রাখিব রুধিয়া হে !
এই নয়নের বারিধার ।

দরদী

(বাউলের সুর)

মনের মরম কেউ বোঝে না !
　　　　(এরা) হাসলে কাঁদে, কাঁদলে হাসে !
(আহা) দরদ দিয়ে কেউ দেখে না
　　　　(ওগো) গরজ নিয়ে সবাই আসে।
　　　　(যেজন) হিয়ার হাসি কান্না বোঝে
　　　　(ওগো) ছিলাম আমি তারি খোঁজে,
(হায় রে) কাট্‌ল বেলা ভাঙল মেলা
　　　　(তবু) বসেই আছি আসার আশে।
　　　　বন্ধু ! তোমায় বল্‌ব বা কি ?
　　　　আড়াল থেকেই মিলাই আঁখি
(আমি) প্রাণের খবর পাইনে চোখে
　　　　(শুধু) মুখ-চাওয়া সার দ্বারের পাশে।
　　　　(ওগো) মরমী কেউ মিল্‌ত যদি
　　　　(তবে) বইত উজান জীবন-নদী—
(ওগো) নিরবধি সেই দরদীর
　　　　(মোহন) বাঁশীর সুরে প্রেমোল্লাসে !

রিক্তা

(মালিনী ছন্দের অনুকরণে)

উড়ে চলে' গেছে বুলবুল,
শূন্যময় স্বর্ণ-পিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

রাগিণী সে আজি মন্থর,
উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন ;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ
পুষ্পহীন শুষ্ক কুঞ্জে ?
জাগিবে কি ফিরে উৎসব
খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে ?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির
কাঞ্চনের মূর্ত্তি চূর্ণ,

বেলা চলে' গেছে সন্ধির,—
লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ।

কনক-ধূতুরা

কনক-ধূতুরা! কনক-ধূতুরা!
পরিপুর তুমি বিষে;
ও তনু-পাত্রে অতনু-সুষমা
উপচি' উঠিল কিসে?

তুমি অপরূপ ওগো রূপবতী!
অপরূপ তব কথা!
মুকুলিত করি' তুলিছ কেবলি
মৃত্যু ও মাদকতা!

উথলি' উঠিছে একটি বৃন্তে
দুখের সঙ্গে সুখ,
মৃত্যু অভেদ জীবন-নৃত্য!—
মন করে উৎসুক!

সোনার গেলাসে মুগ্ধ মদিরা!—
কর্ণে কী কথা জপে!

ফেনগুঞ্জনে মত্তলোচনে
মৃত্যুর হাসি সঁপে!

কনক-ধূতুরা! কনক-ধূতুরা।
কিসে তুমি পরিপুর?
মুগ্ধ নয়নে আমি তোর পানে
চেয়ে আছি তৃষাতুর।

চাতকের কথা

হে সরসী! তুমি স্বচ্ছ শীতল,—
বলেছে আমায় অনেক পাখী;
হায়, আমিও তৃষিত, তবু তোর পানে
নারিনু নারিনু ফিরাতে আঁখি!

তুমি সুন্দর, তুমি সুবিপুল
সুলভ তোমার অগাধ বারি,
মোর সমুখে রয়েছ নিশিদিনমান
তবু তো ও জল ছুঁইতে নারি!

নিয়ত আকাশে আশা-পথ-চাওয়া
নিত্য নিয়ত তৃষার জ্বালা,
তবু তোর 'পরে মোর ফিরিল না মন,
হায় গো রূপসী সরসীবালা !

ওগো বাঁধাজল ! করি' কোলাহল
দর্দ্দুরদল বন্দে তোরে,
হায় কাকের ভেকের তুমি আরাধ্যা,
আমি তোরে সেবি কেমন করে' ?

নিন্দা তোমায় করিনে গো আমি,—
নাই নাই মনে ঘৃণার কণা ;
হায় খেলা-ছলে হেলা করিনে তোমায়,—
পাই নি তেমন কুমন্ত্রণা ।

তৃষ্ণা আমার দিয়েছেন বিধি,—
সে তৃষা ফটিক-জলের তৃষা,
ওগো শান্তির আশা সুদূর আমার,—
দহন আমার দিবস-নিশা !

আমি মেঘের রন্ধ্রে করি আনাগোনা,
বিজলীতে জ্বলি' ফুকারি 'ত্রাহি' !

তবু উধাও-ধাওয়ার হঠাৎ-পাওয়ার
চকিত-চাওয়ার তুলনা নাহি।

ওগো বিধাতা আমায় এমন করেছে,—
দুষ্কর ব্রতে করেছে ব্রতী ;
তাই পুষ্কর মেঘে মজে' আছে মন,
নাই সে পুষ্করিণীর প্রতি।

হে সরসী! তুমি তারার আরশী,
স্বচ্ছ অগাধ আরামে ভরা ;
তবু আকাশে জলের রয়েছে যে দ্রোণী
সেই চাতকের তৃষ্ণা-হরা।

ঝোড়ো হাওয়ায়

ঝোড়ো হাওয়ায় রোল উঠেছে কোলাহলের সাথ!
আকাশ জুড়ে অকালে ওই ঘনিয়ে আসে রাত!
আজ্‌কে যারা ফিরত ঘরে
হারাল পথ পথের 'পরে
ধূলায় আঁখি বন্ধ, হ'ল অন্ধ অকস্মাৎ!

ভাঙায় গাছের ডাল টুটিছে, বিষম ডাম্নাডোল,
জলে নায়ের হাল ছুটিছে,—বোল্ রে হরি বোল্ !
তূর্ণ ছোটে ঘূর্ণি হাওয়া
ফুরায় বুঝি পারে যাওয়া ;
পান্থ পাখী পাল্‌টে পাখা নিল মাঠের কোল ।

যোজন জুড়ে মেঘে মেঘে বজ্র-আকর্ষণ,
বহুক হাওয়া ক্ষুরের ধারে,—হ'বে সুবর্ষণ ।
গম্ভীরা যে বুকের 'পরে
ব'সে আছে আড়ম্বরে,—
দম্ভটা তার খর্ব্ব হ'বে,—এ তার নিদর্শন ।

ঝোড়ো হাওয়ার রোল শুনে আজ মেতেছে পরাণ !
সাবধানী ! তুই আজকে কারে করিস্ রে সাবধান ?
মৃত্যু যে আজ চোখের আগে
নাচে মিলন-অনুরাগে,
বাহুতে তার মিলিয়ে বাহু গাইতে হ'বে গান !

ঝড়ের তালে নাচ্‌বে ধূলি উড়িয়ে ধূসর কেশ ;
রুদ্রজটা পড়বে ছিঁড়ে—জুড়িয়ে যাবে দেশ ।

স্বর্গ হ'তে গঙ্গা ঝ'রে
দিবে ভুবন স্নিগ্ধ ক'রে ;
কুম্ভীরের ওই জিহ্বা-তাম্বুর ঘুচ্‌বে পিঙ্গ বেশ।

জানি আমি অপূর্ব্ব ওই রুদ্র গঙ্গাধর,
যেথাই দাহ সুদুঃসহ সেইখানে তার ভর !
দুঃখের আদি,—সুখের নিদান,—
তারি বরে দুঃখ-নিধান
মরণ করে অমৃত দান, শিব সে—ভয়ঙ্কর !

ছুটুক না সে রুদ্র মরুৎ নাই তো কোনো ভয়,—
চেতন-জড়ে না হয় হবে পাগড়ী-বিনিময় ;
নিশ্বাসে যাঁর ঝঞ্ঝা ছোটে,—
প্রশ্বাসে প্রশান্তি ফোটে,—
তাঁর স্বরে স্বর মিলিয়ে মোরা মরণ করি জয়।

বজ্র-কামনা

হায়   শূন্য জীবন নীরস হৃদয়
নীরব দহনে দহে,
আর   লুপ্ত অশ্রু মরমের তলে
ফল্গু-ধারায় বহে ;

ওগো রুদ্র আকাশ নিথর বাতাস,
অন্ধ হুতাশে ভরে,
আজ বরষণ-লোভে বিবশা ধরণী
বজ্র কামনা করে।

হায় কুম্ভীরকের পিঙ্গল তালু—
আকাশ পিঙ্গ ছবি,
তার জিহ্বার মত প্রান্তর ঢালু
রৌদ্রে শুষিছে রবি ;
হায় খাকী রঙে খাক হ'ল দুই আঁখি
দুনিয়াটা গেল খ'রে,
তাই ঘন-বরষণ-লালসে ধরণী
বজ্র কামনা করে !

আজ সুখ নাহি দেহে বিশ্রাম গেহে
স্বস্তি নাহিক প্রাণে,
যেন আঙার-ধানীর বাষ্প বিভোল্
শ্বসিছে সকল খানে !
নাই নাই ফুল-ফল, ফলে নি ফসল
ধূ ধূ ধূ তেপান্তরে,
হায় ফলের লালসে বন্ধ্যা ধরণী
বজ্র কামনা করে।

ওগো হিল্ মিল্ কবে বহিবে সলিল
ফেনমুখ ফণা তুলি' ?
আর ঝিল্ মিল্ কবে দুলিবে সমীরে
তাজা অঙ্কুরগুলি ?
ওগো খালি কোল কবে ভরিবে আবার—
আর কত দিন পরে ?
হায় সফলতা লাগি' মৌনে ধরণী
বজ্র কামনা করে !

ওগো বজ্রের রাজা অস্ত্র তোমার
হান একবার বেগে,—
এই ক্ষীণ বাষ্পের দীন উচ্ছ্বাস
পরিণত হোক্ মেঘে ;
ওগো ঘনায়ে মিলায়ে কর সুনিবিড়
তড়িত জড়িত স্বরে,
আজ বধ-ভয় ভুলি' বন্ধ্যা ধরণী
বজ্র-কামনা করে।

ওগো বজ্র-দেবতা বজ্র তো শুধু
বধের যন্ত্র নয়,
ও যে বন্ধ্যা জনের সন্তাপ-হারী,—
বন্ধন করে ক্ষয় ;

ও যে মিলন ঘটায় কাঞ্চন-ডোরে
ধরণী ও অম্বরে,
তাই বন্ধ্যা ধরণী মরণ-দোসর
বজ্র কামনা করে।

যক্ষের নিবেদন

(মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে)

পিঙ্গল্ বিহ্বল্ ব্যথিত নভতল্, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি' আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক্।
গ্রীষ্মের হোক্ শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক্ তান,
যক্ষের দুঃখের করহে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ!

শৈলের পৈঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্চ্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস!
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন!

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হ
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু যে তুমি দেব! পূজ্য! লও মোর পূজার ফু
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ। বন্ধু! দৈবের ঘুচাও ভুল!

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান্ দুজনকেই!
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল তার কতই আর
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল্-ধা

নির্মল হোক্ পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক্ চোক্,
চঞ্চল খঞ্জন্-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক্ গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক্ প্রাণ!

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক্ বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ

যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ! সদয় হও,
'বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক" বন্ধু! বন্ধুর আশীষ লও।

দুর্দ্দিনে

মলিন আঁচল চক্ষে চাপিয়া
কে তুমি ভুবনে এলে,
অসীম অকূল দুর্ভাবনার
পাংশুল ছায়া মেলে!
হে নীরবচারী, বুঝিতে না পারি
মুখে কেন নাহি ভাষ,
কোন্ অশ্রুর অতলে ডুবিয়া
হিম হ'য়ে গেছে শ্বাস?

ছিন্ন-বসন! রিক্ত-ভূষণ!
গভীর-শ্বসন! ওরে!
কেন গুমরিয়া উঠিস্ কাঁদিয়া?
কি বেদনা বল্ মোরে।
বিহ্বল স্বর ডাকে দর্দ্দুর,
চাতক উড়িয়া বসে;
মদালস তব মূরতি—সে কোন্
শোকের মাদক রসে।

সহসা শিহরি' চীৎকার কেন
করিলি, রে উন্মাদ,
রুদ্ধ ব্যথার রূঢ় তাড়নার
এই কি আর্ত্তনাদ !
ত্রাসে মুদে এল বিশ্বলোকের
আয়ত চোখের পাতা,
আধা শাদা হ'য়ে গেল শঙ্কায়
বিকচ নীপের মাথা !

অকালে দিনের আলোক হরিয়া
কে এলে গো চুপে চুপে,
বিজুলির হাসি পাণ্ডুর করি'
দেখা দিলে ছায়ারূপে !
আঁচল তোমার তিতিয়া ভূতলে
অশ্রু ঝরিয়া পড়ে,
বেদনায় তরু-বল্লরী-বীথী
এ পাশ ও পাশ নড়ে।

ওগো দুর্দ্দিন ! কে পূজিল তোমা
ভূঁই-চাঁপা ফুল দিয়া !
চাঁদ-আঁকা পাখা দোলায় ময়ূর
বিস্ময়াকুল হিয়া।

মূর্চ্ছিত ধরা আঁখি মেলে, তোরে
পাইয়া ব্যথার ব্যথী,
খুলে গেল তার হাজার নেত্র,
ফুটিল হাজার যুথী !

ওগো কামচারী ! সন্তাপহারী !
অন্তর তুমি জানো,
বিষাদের বেশে এসে দেখা দাও,
ব্যথিতে বক্ষে টানো ;
অশ্রু ঘুচাতে, ব্যথিতের সাথে
অশ্রু মিশাতে হয়,—
তুমি তাহা জানো, বন্ধু পুরাণো !
দুদ্দিন সহৃদয় !

ওগো দেবতার অশ্রু প্লাবন !
তোমার পাবন-ধারে
মলিনতা তাপ ঘুচাও মহীর
উর্ব্বর কর তারে ;
নীল পদ্মের মথিত নীলিমা
ব্যথিত চক্ষে দাও,
ঘন চুম্বন দান কর, ওগো,
বুকে নাও ! বুকে নাও !

অভয়

মেঘ দেখে কেউ করিস্ নে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য্য হাসে।
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে!
দখিন হাওয়ার অমোঘ বরে
রিক্ত শাখাই পুষ্পে ভরে,
সিক্ত যে প্রাণ অশ্রুধারায়
প্রাণের প্রিয় তারি পাশে।

বর্ষা

ঐ দেখ গো আজ্‌কে আবার পাগ্‌লি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে!
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই!

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে!

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায় ;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে !
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে !

ময়ূর বলে 'কে গো ?' এ যে আকুল-করা রূপ !
ভেকেরা কয় 'নাই কোনো ভয়,' জগৎ রহে চুপ ;
পাগ্‌লি হাসে আপন মনে পাগ্‌লি কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায়।

কোন্ মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে ;
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ,
ঘুম-পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস !

বাদল্ হাওয়ায় আজ্‌কে আমার পাগ্‌লি মেতেছে ;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে !
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত !

নাগ-পঞ্চমী

হায়! প্রতি বৎসরে
হাজার হাজার সোনার মানুষ নাগ-দংশনে মরে!
সেই নাগে মোরা পূজি!
সর্প-পূজার মন্ত্রের লাগি' বেদ-সংহিতা খুঁজি!
নাগ-পঞ্চমী করি!
গ্রন্থিল বাঁকা হিন্তাল-শাখা ধরিতে আমরা ডরি!
দুধকলা দিই সাপে!
পূজা খেয়ে খল দংশন করে!—মরি গো মনস্তাপে।
জানিনে কিসে কি হয়,—
মৃত্যুরে পূজি' অমরতা লাভ,—কিছু বিচিত্র নয়!

রামধনু

পুণ্য আখণ্ডল-ধনু মণ্ডিত কিরণে,
রম্য তুমি জলদের নীল শিলাপটে,
স্ফুরিত প্রসূনে আর প্রদ্যোত রতনে
রচিত ও তনুচ্ছদ; ধূর্জ্জটির জটে
ধূপছায়া শাটি-পরা জাহ্নবীর মত,
মেঘমাঝে মূর্ত্তিখানি মনোজ্ঞ তোমার;

শ্যাম অঙ্গে রাখী সম, শোভন সতত
হর্ষ-কলতান বিশ্বে তোল বারম্বার !

ইন্দ্রধনু তুমি কিহে পুরাণ-বর্ণিত ?
কিম্বা রামধনু নাম যথার্থ তোমার ?
প্রজা-বৎসলের কর করি' অলঙ্কৃত
লভিছ কি আজো তুমি শ্রদ্ধা সবাকার ?

রামধনু ! রামরাজ্য অতীতে বিলীন,
তুমি তারি রম্য-স্মৃতি চির-অমলিন।

প্রাবৃটের গান

দাঁড়া গো তোরা ঘিরিয়া দাঁড়া নীরব নত নেত্রে,
দেবতা আজি জীবন-ধারা বরিষে মরুক্ষেত্রে ।
শুনিস্ নে কি ঘর্ঘরিয়া
চলেছে কে ও স্বর্গ দিয়া,
গগন-পথে বিপুল রথে হেলায়ে হেম বেত্রে !

আবৃত-করা প্রাবৃট্ এল মেলিয়া মেঘ-পক্ষ
বিবশা ধরা বিতথ বেশ, শ্বসিছে মুহু বক্ষ ।
অজানা ভয়ে অচেনা সুখে
কথাটি কারো নাহিক মুখে,
পাখীর গেছে বচন হরি' আঁখির থির লক্ষ্য !

বৃহৎ সুখে বৃংহিতে কি দিগ্‌গজেরা গর্জ্জে ?
মিলাবে কি ও অমরা ধরা আকাশ ভাঙি' বজ্রে ?
ধরণী আছে প্রতীক্ষাতে
অর্ঘ্য ধরি' স্বিন্ন হাতে,
সুচির্তি স্বরভঙ্গ তার কেকার রবে ষড়্‌জে !

দাদুরি করে উলুধ্বনি, দেবতা নামে মর্ত্তে,
উশীর হ'ল সুরভি আজি ধূপেরি পরিবর্ত্তে !
স্তব্ধ চলা, বন্ধ খেয়া,
একাকী উঁকি দ্যায় গো কেয়া,
জ্বালায়ে মণি জাগিছে ফণী ত্যজিয়া নিজ গর্ত্তে ।

দেবতা নামে ! পুলকে হের দ্যুলোকে দোলে সিন্ধু
রথের ধূলে মলিন হ'ল তপন তারা ইন্দু !
বাদল-বায়ে মন্ত্র পড়ি'
বাজায় কেও সাঁঝের ঘড়ি ?—
থাকিতে বেলা ! বিধান বিধি মানে না একবিন্দু ।

অন্ধ-করা অন্ধকারে নাহিরে নাহি রন্ধ্র !
বিরামহারা অধীর ধারা পাগল-পারা ছন্দ ।

হাজার-তারা সেতারখানি
বলিছে কি ও ডাগর বাণী!
তরল তারে উঠিছে ধ্বনি মেদুর মৃদু মন্দ!

দেবতা চুমে ধরার আঁখি অলক চুমে রুক্ষ!
এলায়ে পড়ে বাদল্-মালা—রূপালি জরি সূক্ষ্ম!
চুমিয়া তনু কুসুমি' তোলে,
হরষ্-দোলে পরাণ দোলে!
সেচন করে সফল করে মোচন করে দুঃখ!

দাঁড়াগো তোরা রাখীর ডোরা বাঁধিয়া নে গো ত্রস্তে;
দেবতা আসি' আশীষ-ধারা বরিষে আজি মস্তে!
দেখিস্ নে কি নীলাম্বরে
এসেছে করি-কুম্ভ-'পরে,—
আয়ত চোখে বিজুলি লেখা, উশীর মাখা হস্তে!

নূতন মানুষ

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে!
দুনিয়াতে আজ নূতন মানুষ!—ভুলিয়ে নে রে ভুলিয়ে নে!
দুয়ার 'পরে আমের মুকুল,—
ঝুলিয়ে দে রে অশোক-বকুল,
দেবতা আসে শিশুর বেশে, হায় রে, স্নেহের দান সেধে!

কুহু ও কেকা

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
নূতন আঁখির সোনার পাতায় সোহাগ-কাজল বুলিয়ে দে !
নূতন আওয়াজ কান্না কাঁদে !
নূতন আঙুল আঙুল বাঁধে !
নূতন অধর পীযূষ পিয়ে নূতন মায়ার ফাঁদ ফেঁদে !

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
নরম আঁচে সদ্য-দুধের ফেনার রাশি ফুলিয়ে দে !
প্রাচীন দোলার নূতন মালিক
এসেছে ঐ ঐন্দ্রজালিক !
অরাজকের আপনি-রাজা রাখ্‌বে হৃদয়-মন বেঁধে !

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
দোল্‌না ঘিরে কাঁকণ কারা বাজায় চামর ঢুলিয়ে রে !
মরণ-বাঁচন-মেলার মাঝে
ওই রে শুভ শঙ্খ বাজে,
পুরাণো দীপ চায় গো হেসে, নূতন মানুষ চায় কেঁদে !

প্রথম হাসি

দোলার ঘরে শুন্‌ছি গো আজ, নূতন হাসির ধ্বনি !
ফুলঝুরিতে ফুল্‌কি হাসির রাশি !

রূপার ঘুঙুর জড়িয়ে হাতে বাজায় কে খঞ্জনী !
কাঁদুনে ওই শিখলে কোথায় হাসি !

পিচ্‌কারীতে হান্‌লে কেরে গোলাপ-জলের ধারা ?—
ঝারার পাখী কয় কি হাসির কথা ?
বরফ-গলা ঝর্ণা যেন জাগ্‌ল পাগল-পারা !—
স্বচ্ছ প্রাণে সরল চঞ্চলতা !

প্রথম হাসির পান-সুপারি কে দিল ওর মুখে ?
হাসির কাজল কে পরালে চোখে ?
হাস্‌ছে খোকা ! হাস্‌ছে একা ! হাস্‌ছে অতুল সুখে !
এমন হাসি কে শিখালে ওকে ?

কলস্বরে হাস্‌ছে ! ওরে ! হাস্‌ছে আপন মনে !—
দেখন-হাসি পরীর হাসি দেখে !
খুলেছে আজ হাসির কুলুপ কোন্ কুঠুরির কোণে,—
মাণিকে তাই আকাশ গেল ঢেকে !

আনন্দের এই পরম অন্ন—প্রথম অন্ন—হাসি
কোন্ দেবতা প্রসাদ দিল ওকে ?
কাঁদুনে আজ নূতন ক'রে জন্মেছে রে আসি'
জন্মেছে সে হরষ-হাসি-লোকে !

ভাদ্র-শ্রী

টোপার পানায় ভর্‌ল ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলী,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাক্‌ল যেন কুণ্ডগুলি।
তাজা আতর ক্ষীরের মত পূবে বাতাস লাগ্‌ছে শীতল,
অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁৎরে বেড়ায় কাৎলা-চিতল।

ছাতিম গাছে দোল্‌না বেঁধে দুল্‌ছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া-ফুলের রেণুর সাথে ইল্‌শে-গুঁড়ির কোলাকুলি;
আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা জল সহিতে,
ঝিল্লি বাজায় ঝাঁঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে।

কল্‌কে ফুলের কুঞ্জবনে জ্বল্‌ছে আলো খাস্‌গেলাসে,
অভ্র-চিকণ টিকৃলি জলের ঝল্‌মলিয়ে যায় বাতাসে;
টোকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন্‌ হাতে কে ওই মাঠে?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কারা ছিটায় গায়ে জলের ছাটে?

নক্‌লী রাতে চাষার সাথে চষা-ভুঁয়ের হচ্ছে বিয়ে,
হচ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে;
ক'নের মুখে মনের সুখে উঠ্‌ছে ফুটে শ্যামল হাসি,
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠ্‌ছে বেজে আশার বাঁশী!

বাঁশের বাঁশী বাজায় কে আজ ? কোন্ সে রাখাল মাঠের বাটে ?
অগাধ ঘাসে দাঁড়িয়ে গাভী ঘাসের নধর অঙ্গ চাটে !
আজ দোপাটির বাহার দেখে বিজলী হ'ল বেঙা-পিতল,
কেয়া ফুলের উড়িয়ে ধ্বজা পূবে বাতাস বইছে শীতল ।

তখন ও এখন

(রুচিরা)

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল্-বাতাস লেগে ;
বনান্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু,—
তখন কাহার আঁচলে গোপন যূথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা ?
বিপাশ হিয়ার বিনাইত ফাঁস অলকরাশে,
সুদূর সুদূর স্মৃতিখানি তার হিয়ায় ভাসে।

এখন বিভায় মহামহিমায় আকাশ ভরা,
শরৎ এখন করিছে শাসন বিপুল ধরা ;
এখন তাহায় চেনা হ'বে দায় নূতন বেশে,
তরুণ কুমার কোলে আজি তার হারায় হেসে।

লুকাও লুকাও লালসা-বিলাস লুকাও ত্বরা,
বাসর রাতির সাথীটি—সে আর না ছায় ধরা ;
এখন কমল মেলিতেছে দল সলিল মাঝে,
বিলোল চপল বিজুলি এখন লুকায় লাজে।

কিশোর প্রাণের কোথা সে ফেনিল প্রেমের পাঁতি,
কোথায় গো সেই নব বয়সের নূতন সাথী ;
বিলাস-লীলায় দেখে না সে আর বারেক চাহি,
খেলার পুতুল কোথা পড়ে' ?—আজ খবর নাহি !
পুতুল পরাণ পেয়েছে গো তার সোহাগ পেয়ে,
নূতন আলোক প্রকাশিছে তাই আনন ছেয়ে !
নূতন দিনের মাঝে পুরাতন লুকায় হেসে,—
নূতন দুয়ার দেউলে ফুটাও নিশির শেষে।

"ওগো"

কিচ্ছু ব'লে ডাকিনেকো তারে,—
ডাকৃতে হ'লে বলি কেবল 'ওগো !'
ডাকি তারে হাজারো দরকারে
জীবন-রণে সেই জেনারল টোগো !
সন্ধি এবং বিগ্রহেরি মাঝে
মুহুর্মুহু চাই তারে সব কাজে ;

ডাক্‌তে কিন্তু বাধ্‌ছে সম্বোধনে,—
ডাক্‌তে গিয়ে এগিয়ে দেখি—'No Go'
লজ্জা কেমন জোগায় এসে মনে
তাইতো তারে ডাকি সেরেফ 'ওগো !'

ছলে ছুতায় ডাক্‌ছি সকাল থেকে
'চাবিটা কই ?' 'কাগজগুলো ?'—'ওগো !'
'পানের ডিবে ?'—'কোথায় গেলে রেখে ?'—
হাঁক-ডাকেতে ডাকাত আমি রোঘো।
টান্‌তে সদাই চাই গো তারে প্রাণে
শব্দ খুঁজে পাইনে অভিধানে,—
ভাষার পুঁজি শূন্য একেবারে,—
টাঁকশালে তার হয় না নূতন যোগও ;
মন-গড়া নাম চাইরে দিতে তারে,
শেষ-ববাবর কিন্তু বলি 'ওগো !'

বল্‌ব ভাবি 'প্রিয়া' 'প্রাণেশ্বরী',
ছেড়ে দিয়ে 'শুন্‌ছ ?' 'ওগো !' 'হাঁগো' ;
বল্‌তে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি
ও সম্বোধন ওদের মানায়নাকো।—
ওসব যেন নেহাৎ থিয়েটারী
যাত্রা- দলের গন্ধ ওতে ভারি,

'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা,
'পিয়ারা' সে করবে ওদের খাটো ;—
এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা,—
যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাঠো।

ঈষৎ মাঠো এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের 'ওগো'
চাষের ভাতে সম্ভ ঘিয়ের ছিটে
মন কাড়িবার মস্ত বড় Rogue ও !
ফুল-শেষে সেই 'মুখে-মুখের' 'ওগো !'
রোগের শোকের দুঃখ-স্থখের 'ওগো !'
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,—
নয় সে মোটেই এক-পেশে এক-চোখো,
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধ-মধুর ডাকের সেরা 'ওগো'।

কাশ ফুল

হোথা বরষার ঘন-যবনিকা খানি
সহসা গিয়েছে খুলি',
হেথা ঘাসের সায়র ফেনিল করেছে
কাশের মুকুলগুলি।

ওই তুলি সমতুল শাদা কাশ ফুল
আলো ক'রে আছে ধূলি,
যেন শারদ জোছনা অমল করিতে
ধরণী ধরেছে তুলি !

যেন রাতারাতি সুধা-ধবলিত
করি' দিবে গো কাজল মেঘে,
তাই গোপনে স্বপনে তুলি লাখে-লাখ
সহসা উঠেছে জেগে !

তারা কিছু রাখিবে না পাংশু ধূসর
কিছু রাখিবে না রুখু,
তারা আকাশের চাঁদে বুলাইতে চায়
আপনার রং টুকু !

তাই বাতাসের বুকে বুলিছে ধরার
ধৃত-তুলি অঙ্গুলি,
ওগো জোছনায় রং ফলাইতে চায়
কাশের ক্ষুদ্র তুলি !

জোনাকী

ওই একটি দু'টি পাতার পরে
একটু মৃদু আলো,
ও যে দেখ্‌তে ভারি নূতন, ওরে—
কেমন লাগে ভালো !
আয় জোনাকী বুকটি ভ'রে
একটু নিয়ে আলো,
আজ আঁধার রাতি বাদল সাথী
চাঁদের ভাতি কালো।
যেটুকু তোর দেবার আছে
দিয়ে দে তুই আজ,
ও সে তারার মত নাই বা হ'ল,
তা'তেই বা কি লাজ ?
ছোট ?—সে তো ভালোই আরো
ছোট বলেই মান ;
ও যে দুঃখিজনের ভিক্ষা মুঠি,—
দানের সেরা দান !
থাক্ না তারা তপন শশী
থাক্ না যত আলো,—
তাদের মোরা করব পূজা,
বাস্‌ব তোরেই ভালো।

ফুল-সাজি

মনে যে-সব ইচ্ছা আছে
　　পূরবে না সে তোমায় দিয়ে,
তাইতে প্রিয়ে !　মন করেছি
　　আরেকটিবার করব বিয়ে !

হাস্‌ছ কি ও ?　ভাব্‌ছ মিছে ?
　　মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয় ;—
মন যা' বলে শুন্‌তে হবে,—
　　মনের নাম যে মহাশয় ।

মন বলেছে 'বিয়ে কর'
　　কাজেই হবে করতে বিয়ে ;—
এবার কিন্তু ফুলের সঙ্গে,—
　　চল্‌ছে না আর মানুষ নিয়ে ।

মনের কথা মনই জানে ;
　　লুকিয়ে কি ফল তোমার কাছে ?
মন সে বড় কেও-কেটা নয়
　　মনের নিজের মর্জ্জি আছে ।

মন বলেছে বাস্‌লে ভালো
পুড়্‌তে হবে এক চিতাতে ;
মৃত্যু আমায় করলে দাবী—
মরতে তুমি পারবে সাথে ?

পারই যদি ;—তাতেই বা কি ?
আইন তোমায় বাঁধবে, প্রিয়ে !
কাজেই দেখ,—যা' বলেছি
চল্‌বেনাকো তোমায় দিয়ে।

এবার বিয়ে ফুলের কুলে,
জ্যোৎস্না-ধারায় অঙ্গ ধুয়ে,
হ'ক সে চাঁপা কিম্বা গোলাপ
আপত্তি নেই বকুল জুঁয়ে।

আন্‌ব ঘরে কিশোর কুঁড়ি
মনের গোপন পাঁজী দেখে,
বাঁদীর মত আন্‌ব বেছে
বনের বান্দা-বাজার থেকে।

সোহাগ দিয়ে রাখ্‌ব ঘিরে
ঢাক্‌ব কভু প্রাণের নীড়ে,

ইচ্ছা হ'লে তুল্‌ব শিরে,
ইচ্ছা হ'লে ফেল্‌ব ছিঁড়ে।

মর্জ্জি হ'লে হাজারটিকে
পরব গলায় গেঁথে মালা,
ঝগড়াঝাটির নেইক শঙ্কা
সতীন-কাঁটার নেইক জ্বালা!

নেইক দ্বন্দ্ব দু'ইচ্ছাতে,—
নেইক লোকের নিন্দাভয়।
—হাস্‌ছ! হাস। কিন্তু প্রিয়ে
করব বিয়ে সুনিশ্চয়।

ফুল-সাজি যে ফকির আছে
ফুলকে তারা ভালবাসে,
তাদের ধারা ধরব এবার,—
থাক্‌ব মগন ফুলের বাসে।

থাক্‌ব ডুবে অগাধ রূপে
কুরূপ কাঁটা দেখ্‌বনাকো;
ফুল নিয়ে ঘর করব এবার
তোমরা সবাই সুখে থাকো।

তার পরে দিন আস্‌বে যখন
মরতে আমি পারব সুখে,
ইতস্তত করবে না ফুল
থাকৃতে একা শবের বুকে !

ফুল—সে আমার সঙ্গে যাবে—
পুড়ব মোরা এক চিতাতে ;
দেখিস্‌ তোরা দেখিস্‌ সবাই
যেতে সে ঠিক্‌ পারবে সাথে।

ভেবেছিলাম প্রথম প্রিয়ে !
তোমায় এসব বল্‌ব নাকো,
লুকিয়ে ক'রে আস্‌ব বিয়ে
লুকিয়ে হবে সাতটি পাকও !

কিন্তু ছাপা রইল না, হায় ;
মনের কথা—গোপন অতি—
বেরিয়ে গেল কথায় কথায়,—
কথায় বলে মন-না-মতি !

বনের ভিতর মর্জ্জি আছেন
নবাবী তাঁর অনেক রকম,

মনের কথা বল্‌লে খুলে
টিট্‌কারী সে করবে জখম।

লুপ্ত যুগের অস্থিগুলো
গুপ্ত আছে মনের ভিতে,—
সভ্যতার এই সৌধতলেই,—
বর্ত্তমান এই শতাব্দীতে!

তাই মগজের পোড়ো কোঠায়
অন্ধকারে ঘুরছে চাবী,—
বস্‌ছে উঠে গঙ্গাযাত্রী;—
সহমরণ করছি দাবী!

বাঁচন এই যে সম্প্রতি মন
মগন আছে ফুলের রূপে,—
নইলে কি যে ঘট্‌ত বিপদ!
বল্‌ব তাহা তোমায় চুপে?-

মরণ-দায়ে গেছ বেঁচে;
পালাও প্রিয়ে প্রাণটা নিয়ে;
ফুল-সাঞ্জিদের মতন আমি
ফুলকে এবার করব বিয়ে!

৭

আমারে লইয়া খুসী হও তুমি
ওগো দেবী শবাসনা !
আর খুঁজিয়ো না মানব-শোণিত
আর তুমি খুঁজিয়ো না।

আর মানুষের হৃৎ-পিণ্ডটা
নিয়ো না খড়্গে ছিঁড়ে,
হাহাকার তুমি তুলো না গো আর
সুখের নিভৃত নীড়ে।

এই দেখ আমি উঠেছি ফুটিয়া
উজলি' পুষ্প-সভা,—
ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ড, গো !—
আমি সে রক্তজবা

তোমার চরণে নিবেদিত আমি
আমি সে তোমার বলি,
দৃষ্টি-ভোগের রাঙা খর্পরে
রক্ত-কলিজা-কলি।

আমারে লইয়া খুসী হও ওগো !
নম দেবী নম নম,
ধরার অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ
ধরার শিশুরে ক্ষম ।

ছায়াচ্ছন্না

ছিন্ন ছায়া ঘনিয়ে এল
ঘুমে নয়ন আলা,
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা ।
হাওয়ার ভরে যায় পরীরা,
ঢেউয়ের ফণায় নিবল হীরা,
জড়িয়ে গেল ললাট ঘিরে
নিদ্‌কুসুমের মালা !
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা ।

তোলে নি আজ বৈকালী ফুল,-
ভরে নি আজ থালা,
ছায়ায়-ছাওয়া রূপের রসের
ডালা ;

গন্ধ তৃণের গহন শ্বাসে
শিউলি কুঁড়ি ঝিমিয়ে আসে,
তন্দ্রা-ভারে পড়ল ভেরে
আঁধারে ডাল-পালা !
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা।

শিয়রে থোও সোনার কাঠি
সন্ধ্যা-মেঘে ঢালা,
খণ্ড চাঁদের দীপখানি হোক্
জ্বালা ;
হাওয়ার মুখে নাই কোনো বোল্,—
অশথ পাতায় দেয় না সে দোল,
আঁধার শুধু কোল ভরেছে,—
হিমে শীতল—কালা !
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা !

শুন্‌বে না সে আজ ঝিঁঝিদের
রাত্রিব্যাপী পালা,
দেখ্‌বে না গো বনে জোনাক
জ্বালা ;

পর্দ্দাখানি দাও গো টানি'
ঘুমিয়ে গেছে আলোর রাণী,
লুপ্ত-শিখা সোনার প্রদীপ
মৃত্যু-ভুবন আলা ;—
ঘুমিয়ে গেছে ঘুমিয়ে গেছে
বালা।

সৎকারান্তে

রেখে এলাম একলা-যাবার পথের মোড়ে ;
সেই কথাটি জানাই প্রভু! করজোড়ে!
নেহাৎ শিশু নয় সেয়ানা,
অচেনা তার ষোল আনা,—
ভয় যদি পায় নিয়ো তুলে অভয় ক্রোড়ে,
প্রভু আমার! একলা-চলা পথের মোড়ে।

তোমার পায়ে সঁপে দিয়ে—নির্ভাবনা
নইলে প্রভু! সইত কভু যম-যাতনা?
যম—নিয়মের ভৃত্য তোমার,—
চিতার শিখা অঙ্গুলি তার,—
সেই আঙুলে নেয় সে চুনি' রত্ন-কণা ;
তোমার হাতে সঁপে সে হয় নির্ভাবনা!

সঁপে গেলাম প্রভু! তোমার চরণ-ছায়ে,—
মুক্ত হ'লাম তোমার দয়ায় সকল দায়ে;
ফিরিয়ে তোমার গচ্ছিত ধন
হাল্কা হ'য়ে গেল জীবন,
মায়ের বুকের রত্ন দিলাম বিশ্ব-মায়ে,
ওগো প্রভু! সঁপে গেলাম তোমার পায়ে!

রেখে গেলাম, তুমি দোসর পথের মোড়ে,
সেই কথাটি জানাই তোমায় করজোড়ে;
জানি তুমি নেবেই কোলে,
তবু তোমায় যাচ্ছি ব'লে,—
বিশ্বমায়ে বল্‌ছি,—অবোধ,—নিতে ওরে;—
দাঁড়িয়ে তোমার যম-জাঙালের বক্র মোড়ে।

ছিন্ন মুকুল

সব চেয়ে যে ছোটো পীঁড়ি খানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয়নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্টো গেলাসেতে;

বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে ।

সব চেয়ে যে অল্পে ছিল খুসী,—
খুসী ছিল ঘেঁসাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে ;
ছেড়ে গেছে, পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবী,
ভয়-তরাসে ছিল যে সব চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবী !

চ'লে গেছে একলা চুপে চুপে,—
দিনের আলো গেছে আঁধার ক'রে ;
যাবার বেলা টের পেলে না কেহ
পারলে না কেউ রাখ্‌তে তারে ধ'রে ।
চ'লে গেল,—পড়তে চোখের পাতা,—
বিসর্জ্জনের বাজ্‌না শুনে বুঝি !
হারিয়ে গেল অজানাদের ভিড়ে,
হারিয়ে গেল,—পেলাম না আর খুঁজি

কুহু ও কেকা

হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে, ওরে !
হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি
দুধে ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি,
ঢুকেছে হায় শ্মশান ঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশান-বাসী।

সব চেয়ে যে ছোট কাপড়গুলি
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজ্‌কে সেটি শূন্য প'ড়ে কাঁদে ;
সব চেয়ে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্টো যে জন ছিল রে সব চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে।

ভূঁই চাঁপা

দিনের আলোয় লাগ্‌ল রে নীল তন্দ্রা-লেখা
নিবিড় সুখে কি কৌতুকে বাজ্‌ল কেকা!
রসিয়ে রবি-রশ্মি হোথা
পূবে হাওয়ার বইল সোঁতা,—
আজ পাতাল-ঘরের নাগিনী ওই বাইরে একা!

কৌতূহলী কেকাধ্বনি মূর্ত্তি ধরে!—
ফুট্‌ল সে ভূঁই চাঁপা হ'য়ে মাটির 'পরে!
বিস্ময়েরি বোল্‌ বেজেছে,—
বিনা-ডালেই ফুল সেজেছে!—
ওই লুপ্ত গাছের গোপন মূলে কী মন্তরে।

শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি,
মাটির কোলে পাপ্‌ড়ি মেলে ভূঁই চাঁপাটি!
মগন ছিল পাতার তলে
জাগ্‌ল সে আজ কিসের ছলে?—
বুঝি ঠেক্‌ল মাথায় বৃষ্টিধারার রূপার কাঠি!

বেরিয়েছে তাই পাতাল-পুরীর রত্ন-কণা!—
লক্ষ-ফণা অনন্তেরি একটি ফণা!
আন্ জনমের নষ্ট মুকুল,—
এই দিনের এই ফুটন্ত ফুল,—
ওগো যুক্ত সে কোন্ গোপন সূতায়—অদর্শনা!

দিনের আলোয় লাগ্‌ছে আজি তন্দ্রা চোখে,
নিবিড় নীলে ডুবিয়ে নিল স্বপ্নলোকে!
পাতাল-পুরীর কুণ্ড হ'তে
অমৃত কে বহায় স্রোতে!—
ওগো জন্ম-মরণ যুক্ত ক'রে ফুট্‌ল ও কে!

আজকে খালি ফিরে-পাওয়ার বইছে হাওয়া!
নেই কিছু নেই চিরতরেই হারিয়ে-যাওয়া!
হারাণো ফুল ফুটছে ফিরে
শাঁওল মাটির আঁচল ঘিরে!
ওই মূলের ঘরে মিল্ যে আছেই—যাবেই পাওয়া!

ধূলি

জীবনের লীলাক্ষেত্র পুণ্য ধরাতল,
প্রতি ধূলিকণা তার পবিত্র নির্ম্মল।
মানবের হর্ষ, ব্যথা, মানবের প্রীতি,
মানবের আশা, ভয়, সাধনার স্মৃতি,—
স্পন্দিত করিছে তার প্রত্যেক অণুরে
নিত্য নিশিদিনমান ; অবিশ্রাম সুরে
উঠিছে গুঞ্জন গান অশ্রুত-মধুর—
অতীতের প্রতিধ্বনি বিস্মৃত সুদূর !
এই যে পথের ধূলি উড়ায় বাতাস
মহামানবের ইহা মৌন ইতিহাস ;
তীর্থময় মর্ত্তলোক ; প্রতিরেণু তার
আনন্দ গদগদ চির অশ্রু-পারাবার।

মাটী

এই যে মাটি—এই যে মিঠা—এই যে চির-চমৎকার,—
চরণে লীন এই যে মলিন—এই যে আধার নিরাধার,—
এই মাটি গো এই পৃথিবী—এই যে তৃণ-গুল্মময়,—
ধরার হাটে মাটির ভাঁটা,—তাই ব'লে এ তুচ্ছ নয়।

মাটি তো নয়—জীবন কাঠি,—কণায় কণায় জীবন তার,—
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা,—মাটিই প্রাণের পারাবার !
মাটি তো নয়—মায়ামুকুর—এক পিঠে তার লীলার খেল,
আরেকটি দিক অন্ধ-অসাড়, রশ্মিঘাতে অনুদ্বেল !

মাটিই আবার মরণ-কাঠি, মাটির কোলে উদয়-লয়,
যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে রে তাতেই মানুষ মানুষ হয় !
মাটির মাঝে যা' আছে গো সূর্য্যেও তার অধিক নেই,
তড়িৎ-সুতার লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই !

গঙ্গার প্রতি

সঞ্জীবিয়া উভ তীর, সঞ্চারিয়া শ্যাম-শস্য-হাসি,
তরঙ্গে সঙ্গীত তুলি' ছড়াইছ ফেন-পুষ্প-রাশি
অয়ি সুরধুনী-ধারা ! অমোঘ তোমার আশীর্ব্বাদ
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল-বিষ্ণুর-প্রসাদ !

রিক্ত ছিল মহী, তারে তব বর করিল উর্ব্বর,
কৃতজ্ঞ মানব তাই কীর্ত্তি তোর গাহে নিরন্তর,
যুগে যুগে ওঠে তাই তোরে ঘিরি' বেদ-মন্ত্র-গাথা,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-ধারা ! সর্ব্বতীর্থময়ী তুমি মাতা !

তোরে ঘিরি' উর্ব্বরতা, তোরে ঘিরি' স্তব-উপাসনা,
তোরে ঘিরি' চিতানল উদ্ধারের শ্বসিছে কামনা ;—
তীরে তীরে প্রেতভূমে ; অয়ি রুদ্র-জটা-নিবাসিনী !
শবেরে করিছ শিব তুমি দেবী অশিব-নাশিনী ।

অমল পরশ তোর বড় স্নিগ্ধ মাগো তোর কোল,
অন্তকালে ক্লান্ত-ভালে বুলাও গো অমৃত-হিল্লোল ।
কত জননীর নিধি সঞ্চিত রয়েছে ওই বুকে ;
তোরে সঁপি পুত্র-কন্যা, তোরি কোলে ঘুমাইবে সুখে

একদিন তারা সবে ; দেহভার বহে প্রতীক্ষায়;
আত্মার মিলন স্বর্গে, তোর জলে কায়ে মিলে কায়,—
ভস্ম মিলে ভস্ম সনে—এ মিলন প্রত্যক্ষ সাকার !
যুগে যুগে আমাদের মিলনের তুমি মা আধার ।

পর্ব্ব রচি' তাই মোরা তোরি তীরে মিলি বারম্বার,
পরশি তোমারে—অয়ি পিতৃ-পুরুষের-ভস্মাধার !
চক্ষে হেরি শূদ্র দ্বিজ সকলের মিলিত সমাধি,
অয়ি গঙ্গে ভাগীরথী ! ভারতের অন্ত, মধ্য, আদি !

শোণ নদের প্রতি

সৈকত-শয্যার 'পরে সুবিশাল বাহু যেন কার
সূচনা করিয়া শুভ স্ফুরিয়া উঠিছে বারম্বার
বলদৃপ্ত, কাঞ্চন-বরণ। হে হিরণ্য-বাহু নদ,—
কোন্ দেবতার তুমি বাহু? কত ঋদ্ধ জনপদ,—
কত গ্রাম, কত ক্ষেত্র—সম্পদ দিয়েছ তুমি ভরি';
দিয়েছ—দিতেছ আরো; নাহি জানি কত কাল ধরি'।

প্রাচীন পাটলিপুত্র—পোষ্য প্রতিপাল্য সে তোমার,—
মৌর্য্যমণি চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরাণী অঙ্কে ছিল যার,—
মৌর্য্যবংশ-স্থাপয়িতা; যে বংশের প্রতাপে মলিন
সূর্য্যবংশ।—ধর্ম্মাশোক যাহারে পালিল বহুদিন
জগতের শ্রেষ্ঠ রাজা! ওগো শোণ! তোমারি শোণিতে
পুষ্ট সে গোবিন্দসিংহ;—গুরু নামে খ্যাত অবনীতে।

ওগো শোণ! স্বর্ণবাহু! অতীতের মুকুটের সোনা!
তোমার ও উর্ম্মিজাল—গৌরবের স্বর্ণ-জরি বোনা!

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী !'
চমকি চাহিনু,—স্বর্গ-সুষমা মর্ত্তে পড়েছে খসি' !
এ পারে সবুজ বজ্‌ড়ার ক্ষেত, ও পারে পুণ্যপুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি ;
শারদ দিনের কনক-আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অযুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম-চম্পকদল !
আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত দিনের কাজে।
জয় জয় বারাণসী !
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে ;
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যার নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
যার রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিল বারবার
ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত-চোখে স্বপন মিলায় আনি' !

এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর,—
—কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ম্বর।
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র জায়ায় বিক্রয় করি' বিকাইল আপনায়।
তেজের মূর্ত্তি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়—
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা,—সৃষ্টি, পালন, লয়;
বিদ্যায় যিনি জ্যোতির পুঞ্জ করিলেন সমাহার,—
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।
শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম্ম হেথায় প্রথম করিল প্রবর্ত্তন।
এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিতমুখ!
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পইঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায়!
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রীকরুণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,—
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতি রাশি!

এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাঁহার দোঁহায় মিলেছিল ছুঁহুঁ হিন্দু মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙ্গালীর রাজা মরেছে প্রতাপরায়,
যার সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব।
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব ;
আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলন-ধর্ম্মী মানুষ মিলিবে ; এ নহে স্বপ্নকথা।
জয় কাশী ! জয় ! জয় !
সারা জগতের ভকতি-কেন্দ্র হবে তুমি নিশ্চয়।

স্ফটিক শিলার বিপুল বিলাস মাত্র নহ তো তুমি,
আমি জানি তুমি আনন্দ-ধাম ছুঁয়ে আছ মরভূমি ;
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে ;
তৃষিত জগৎ খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসী !
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি' ?
মধু-বিদ্যায় বিশ্বমানবে দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।

সার্থক হোক্ সকল মানব, জয়ী হোক্ ভালবাসা,
সংস্কারের পাষাণ-গুহায় পচুক কর্ম্মনাশা।
ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হ'বেনাকো একেবারে
সবারেই দিতে হবে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি অশুচির ভেদ?
তুমি যে জেনেছ চরাচরব্যাপী চির জনমের বেদ।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়োনা, অয়ি বারাণসী ভূমি!
ঘোষণা করেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ;—
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায়? কেবলি পুষিবে দেহ?
দাও সুধা দাও, পরাণের ক্ষুধা চির-নিবৃত্ত হোক্,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।
অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।
পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো;
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক পাশাপাশি মিলেজুলে;
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত-জনের করে।
জয়! বারাণসী জয়!
অভেদ মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

হিমালয়াষ্টক

নম নম হিমালয় !
গিরিরাজ—তুমি, মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয় !
বর্ষা-মেঘের মত গম্ভীর !
দিগ্‌বারণের বিপুল শরীর !
অবাধ বাতাস বাধ্য তোমার, তোমারে সে করে ভয়।
নম নম হিমালয় !

নম নম গিরিরাজ !
অযুত ঝোরার মুক্তা-ঝুরিতে উজ্জ্বল তব সাজ ;
সূত্রবিহীন কুসুমের হার
উল্লাসে শোভে উরসে তোমার ;
মৃদু-পর্ণিকা করিছে অঙ্গে পত্র-রচনা কাজ !
নম নম গিরিরাজ !

নম মহামহীয়ান্‌ !
নতশিরে যত গিরি-সামন্ত সম্মান করে দান।
গুহার গূঢ়তা, ভৃগুর ভ্রূকুটি,
তোমাতে রয়েছে পাশাপাশি ফুটি'
ভীম অর্ব্বুদ, ভীষণ তুষার গাহিছে প্রলয়-গান !
নম মহামহীয়ান্‌ !

নম নম গিরিবর !
স্থির-তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর।
শিখরে শিখরে, শিলায় শিলায়,—
চপল-চমরী-পুচ্ছ-লীলায়,—
সাগর-ফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর।
নম নম গিরিবর !

নম নম হিমবান্ !
মৌনে শুনিছ বিশ্ব-জনের দুঃখ-সুখের গান ;
নিখিল জীবের মঙ্গল-ভার
নিজ মস্তকে বহ অনিবার,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত চূড়ে শোভমান ;
নম নম হিমবান্ !

নম নম ধরাধর !
নাগবেণী আর সরল শালেতে মণ্ডিত কলেবর ;
মেঘ উত্তরী', তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ ;
তুমি লভিয়াছ মৃত্যু-ভুবনে চির-অমরতা-বর !
নম নম ধরাধর !

নম নম হিমাচল !
তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাম্যফল ;
মোরে দেছ তুমি নব আনন্দ,—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ
তোমারে হেরিয়া পরাণ ভরিয়া উছলিছে অবিরল ।
নম নম হিমাচল !

অতীত-সাক্ষী নম !
ক্ষুদ্র কবির ক্ষীণ কল্পনা অক্ষম ভাষা ক্ষম ;
বাল্মীকি যার বন্দনা গান,
কালিদাস যার অন্ত না পান,—
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার দুরাশা ক্ষম হে মম ;
বিশ্ব-পূজিত নম !

কাঞ্চন-শৃঙ্গ

কোথা গো সপ্ত-ঋষি কোথা আজ ?—
কোথায় অরুন্ধতী ?
শিখরে ফুটেছে সোনার পদ্ম,
এস গো তুলিবে যদি !

প্রত্যুষে সে যে ফুটিয়া, প্রদোষে
নিঃশেষে লয় পায়,
সোনার কাহিনী স্মরিতে একটি
পাপ্‌ড়ি না রহে, হায় !
কে জানে কখন অপ্সরাগণ
সে ফুল চয়ন করে,
সোনালি স্বপন লেগে যায় শুধু
নরের নয়ন 'পরে !

নিত্য প্রভাতে ফাগুয়া তোমার
ওগো কাঞ্চন-গিরি !
দেব-হস্তের কুঙ্কুম ঝরে
নিত্য তোমারে ঘিরি' !
সোনার অতসী সোনার কমলে
নিত্যই ফুল-দোল !
নিত্যই রাস জ্যোৎস্না-বিলাস !
হরষের হিল্লোল !
নিত্য আবার বিভূতি তোমার
ঝরে গো জটিল শিরে,
কন্‌কনে হিম তুষার-প্রপাত
সর্পের মত ফিরে !

দিনে তুমি যেন মূর্ত্ত জীবন
রজত-শুভ্র-কায়া,
নিশীথে তুমিই ভীষণ পাংশু
মহা-মরণের ছায়া ;—
আঁধারের পটে যখন তোমার
পাণ্ডু ললাট জাগে,—
ভয়-বিস্ফার নয়নে যখন
তারাগণ চেয়ে থাকে !

তুমি উন্নত দেবতার মত,
উদ্ধত তুমি নহ,
নিগূঢ় নীলের নির্ম্মলতায়
বিরাজিছ অহরহ।
দৃষ্টি আমার ধৌত করিছে
রুচির তুষার তব,
হৃদয় ভরিছে হরষ-জোয়ার
বিস্ময় নব নব !
এ কি গো ভক্তি ?—বুঝিতে পারি না ;
ভয় এ তো নয় নয়,
সকল-পরাণ-উথলানো এ যে
সনাতন পরিচয় !

তোমার আড়ালে বাস করি মোরা
তোমার ছায়ায় থাকি,
তোমাতে করেছে স্বর্গ রচনা
মুগ্ধ মোদের আঁখি ;
ভূলোকের হ'য়ে দ্যুলোক কেড়েছ
স্বর্লোক আছ চুমি',
অমর-ধামের যাত্রার পথে
দিব্য-শিবির তুমি !

নম নম নম কাঞ্চন-গিরি !
তোমারে নমস্কার,
তুমি জানাতেছ অমৃতের স্বাদ
অবনীতে অনিবার !
তোমার চরণে বসিয়া আজিকে
তোমারি আশীর্ব্বাদে
সোনার কমল চয়ন করেছি
সপ্ত ঋষির সাথে।

মেঘলোকে

গিরি-গৃহে আজ প্রথম জাগিয়া
আহা কি দেখিনু চোখে,
মর্ত্তলোকের মানুষ এসেছি
জীবন্তে মেঘলোকে !
গিরির পিছনে গিরি উঁকি মারে
চূড়ায় লঙ্ঘে চূড়া,
বিন্ধ্যের মত কত পাহাড়ের
গর্ব্ব করিয়া গুঁড়া !
তারি মাঝে মাঝে এ কি গো বিরাজে ?
এ কি ছবি অদ্‌ভুত !—
গিরি-উপাধান সানুতে শয়ান
কোন্ যক্ষের দূত ?
চারিদিকে তার তল্পি যত সে
ছড়ানো ইতস্তত,
পাশ-মোড়া দিয়া ঘুমায় রৌদ্রে
ক্লান্ত জনের মত !
কে জানে কাহার কি বারতা ল'য়ে
চলেছে কাহার কাছে,
বসনের কোণে না জানি গোপনে
কার চিঠিখানি আছে !

সে কি যাবে আজ অলকাপুরীতে
ক্রৌঞ্চদুয়ার পথে ?—
তুষার ঘটার জটিল জটায়
লঙ্ঘিয়া কোনো মতে ?
কূপ, নদী, নদ, সমুদ্র, হ্রদ—
যার যাহা দেয় আছে,—
সব রাজস্ব সংগ্রহ ক'রে,
পবনের পাছে পাছে—
সে কি আসিয়াছে গিরিরাজ-পদে
করিতে সমর্পণ ?
কিবা, তার শুধু কূটজ ফুলের
জীবন বাঁচানো পণ !

রৌদ্র বাড়িল, নিদ্রা ছাড়িয়া
উঠিল মেঘের দল,
শিখরে শিখরে চরণ রাখিয়া
চলিয়াছে টলমল ;
দেখিতে দেখিতে বিশা'য়ের
এই পাষাণ-যজ্ঞশালে
শত বরণের সহস্র মেঘ
জুটিল অচির কালে !

চমরী-পুচ্ছ কটিতে কাহারো
ময়ূর-পুচ্ছ শিরে,
ধূমল বসন পরিয়া কেহ-বা
দাঁড়াইল সভা ঘিরে।
সহসা কুহেলি পড়িল টুটিয়া,
অমনি সে গরীয়ান্
উদিল বিপুল হৈম মুকুটে
গিরিরাজ হিমবান্!

গগন-গরাসী প্রলয়ের ঢেউ,—
আদি প্লাবনের স্মৃতি,—
প্রাচীন দিনের পাগল ছন্দ,—
উদ্বেল মহাগীতি,—
মহান্ মনের উচ্ছ্বাস যেন
সফল হ'য়েছে কাজে,—
আদি কল্পনা রেখেছে নিশানা
সৃষ্টি-পুঁথির মাঝে!
নীল আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা
যেন গো সবলে চিরি'
ধরার পরশ ঠেলিয়া, গগন—
ফুঁড়িয়া উঠেছে গিরি!

একি মহিমার মহান্ বিকাশ !—
আকাশের পটে আঁকা,
দ্যুলোকে দুলিছে স্বর্গের জ্যোতি
স্বর্গের স্মৃতি মাখা !
নিখিল ধরার ঊর্দ্ধে বসিয়া
শাসিছে পালিছে দেশ ;
বজ্র টুটিছে, বিজুলী ছুটিছে,
নাহি ভ্রূক্ষেপ-লেশ !

* * *

আজি দলে দলে গিরিসভাতলে
মেঘ জুটিয়াছে যত,
প্রমথনাথেরে ঘিরিয়া ফিরিছে
প্রমথদলের মত !
নীরবে চলেছে গিরি-প্রধানের
সভার কর্ম্মচয়,
সৃজন, পালন—বহু আয়োজন
ওই সভাতলে হয় ;
কোন্ ক্ষেতে কত বরষণ হবে,—
কোন্ মেঘ যাবে কোথা,—
সকলের আগে হয় প্রচারিত
ওইখানে সে বারতা ;

শিখরে শিখরে তুষার-মুকুরে
ঠিকরে কিরণ-জ্বালা,
মুহূর্ত্তে যায় দেশদেশান্তে
গিরির নিদেশমালা !

বার্ত্তা বহিয়া শূন্যের পথে
মেঘ ওঠে একে একে,
রৌদ্র ছায়ার চিত্র বসনে
নানা গিরি বন ঢেকে ;
আমি চেয়ে থাকি অবাক্ নয়নে
বসি' পাথরের স্তূপে,
সৃষ্টিক্রিয়ার মাঝখানে যেন
পশেছি একেলা চুপে !
হাজার নদের বন্যা-স্রোতের
নিরিখ্ যেখানে রয়,—
লক্ষ লোকের দুঃখ-সুখের
হয় যেথা নির্ণয়,—
মেঘেরা যেখানে দূর হ'তে শুধু
বৃষ্টি মারে না ছুঁড়ে,—
পাশাপাশি হাঁটে মানুষের সাথে,—
প'ড়ে থাকে সানু জুড়ে ;—

কখনো দাঁড়ায় ভঙ্গী করিয়া
কীর্ত্তনিয়ার মত,—
কেহ মৃদঙ্গে করে মৃদু ধ্বনি,
কেহ নর্ত্তনে রত !
কখনো আবার মেঘের বাহিনী
ধরে গো যোদ্ধবেশ,—
মৃত্যুতে যেন মর্ত্ত-প্রেতের
কলহ হয়নি শেষ !
কৌতুকে মিহি চাঁদের স্মৃতার
ওড়না ওড়ায় কেহ,
তারি ভারে তবু পলে পলে যেন
ভাঙিয়া পড়িছে দেহ !
আমি বসে আছি এ-সবার মাঝে
এই দূর মেঘলোকে,
নিগূঢ় গোপন বিশ্ব-ব্যাপার
নিরখি চর্ম্ম-চোখে !
স্বর্গের ছায়া মর্ত্তে পড়েছে,
শান্ত হ'য়েছে মন,
নয়নে লেগেছে ধ্যানের সুষমা—
দেবতার অঞ্জন ;

চক্ষে দেখেছি দেবতার দেশ
দূরে গেছে গ্লানি যত,
মেঘের উর্দ্ধে করেছি ভ্রমণ
গ্রহ-তারকার মত !

চূড়ামণি

ডুবেছে সকলি, তবু, শীর্ষ জেগে আছে,
জেগে আছে হিমালয় ! সে তো কারো কাছে
কোনোদিন ভ্রমেও হয়নি অবনত !
শক, হূণ, মোগল, পাঠান কতশত
আসিয়াছে মুক্তরোধ বন্যা সম, তবু
পারেনি ডুবাতে কেহ কোনোমতে কভু
মহিমা-মণ্ডিত পুণ্য হিমালয় চূড়ে !
কোলাহল করেছে কেবল ফিরে ঘুরে।
পরাজয় স্বীকার করেনি হিমালয়।
তুষার-উষ্ণীষ তব কলঙ্কিত নয়,
চরণ-ধূলায় কারো, ওগো পুণ্যভূমি !
সকল গ্লানির উর্দ্ধে বিরাজিছ তুমি,—
লয়ে তব ব্রহ্মবিদ্যা, তপস্যার বল ;
জগতের চূড়ামণি অটল অচল !

"লরেল্"

প্রতীচ্য কবির চির-সাধনার ধন
তোরে আজি হেরি চক্ষে,—লরেল্ পল্লব !
রাজ্যবান্ রাজা হ'তে পূজ্য যেই জন
সেই লভে লরেলের মুকুট দুর্লভ !

অন্ধকবি হোমরের ছিলি আঁখি তারা,
দান্তের 'প্রথমা প্রিয়া' ছিলি সখি তুই ;
তোরে পরশিয়া আজি আমি আত্মহারা,—
ইচ্ছা করে হে শ্যামাঙ্গী ! শিরে তোরে থুই ।

প্রকৃতির প্রাণ দেওয়া প্রাচীন হাপরে
গঠিত পল্লব তোর শ্যামল-কোমল,—
রসের রসান্ করা ; কবি বিনা পরে
অরসিকে রূপ তোর কি বুঝিবে ? বল্ !

চির-হরিতের গড়া তনু সুকুমার,
চির-নবীনের শিরে আসন তোমার।

দার্জ্জিলিংয়ের চিঠি

বন্ধু,

আমি এখন বসে আছি সাত-শো-তলার ঘরে !
বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে ।
ফিরোজা রং আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায়,
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখ্‌না ঝেড়ে যায় !
অস্ত রবির আভাস লাগে পূর্ণিমা চাঁদে,
শীর্ণ ঝোরা যক্ষ-নারীর দুঃখেতে কাঁদে !
তবু এখন নাই অলকা নাই সে যক্ষ আর,
মেঘের দৌত্য সমাপ্ত, হায়, কবির কল্পনার !

* *

হঠাৎ এল কুজ্ঝটিকা হাওয়ায় চড়িয়া,
ঘুম-পাহাড়ের বুড়ী দিল মন্ত্র পড়িয়া !
কুহেলিকার কুহকে হায় সৃষ্টি ডুবিল,
ঝাপ্‌সা হ'ল কাছের মানুষ দৃষ্টি নিবিল ।
ভস্মভূষণ ভোলানাথের অঙ্গ-বিভূতি
বিশ্ব 'পরে ঝরে যেন বিশ্ব-বিস্মৃতি !
সকল গ্লানি যায় ধুয়ে গো দৈব এই স্নানে,—
অরুণ আভা অঙ্গে জাগে আমার পরাণে !

* *

ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াসায়,
গুল্ম-ঘেরা পাহাড়গুলি আবার দেখা যায় ;
নীল আলোকের আব্‌ছায়াতে নিলীন তরুচয়,
'কাঞ্চি'-মণির দুল্‌ দুলিয়ে হাল্কা হাওয়া বয় !
মেঘ টুটে, ফের ফুটে ওঠে আকাশ-ভরা নীল,—
নীল নয়নের গভীর দিঠি যেথায় খোঁজে মিল ;
শান্তি-হ্রদে সাঁতারি তার মিটে না আশা,
নীল নীড়ে হায় আঁখি পাখীর আছে কি বাসা ?

*　　　*

সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে,
অস্ত রবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে !
মেঘের বুকে কিরণ-নারী পিচ্‌কারী হানে,
রামধনুকের রঙীন্‌ মায়া ছড়ায় বিমানে ;
মেঘে মেঘে পান্না চুনীর লাবণ্য লাগে,
আচম্বিতে তুষার-গিরি-উচ্চত্ত জাগে !
দিব্য-লোকের যবনিকা গেল কি টুটি' ?
অপ্সরীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি' ?

*　　　*

গিরিরাজের গায়বী-টোপর ওই গো দেখা যায়,—
স্বর্ণ-সারে সিঞ্চিত কি স্বর্গ-সুষমায় !
পায়ের কাছে মৌন আছে পাহাড় লাখে-লাখ,
আকাশ-বেঁধা শুভ্র চূড়া করেছে নির্ব্বাক্‌ !

নর-চরণ-চিহ্ন কভু পড়ে নি হোথায়,
নাইক শব্দ, বিরাট্ স্তব্ধ—আপন মহিমায় !
সন্ধ্যা প্রভাত অঙ্গে তাহার আবীর ঢেলে যায়,
রুদ্ধগতি বিদ্যুতেরি দীপ্তি জাগে তায় !
শিখায় শিখায় আরম্ভ হয় রঙীন মহোৎসব,
বিদূর-ভূমে রত্ন-ফসল হয় বুঝি সম্ভব !
মর্ত্তে যদি আনাগোনা থাকে দেবতার—
ওই পাদপীঠ তবে তাঁদের চরণ রাখিবার।

* *

ওই বরফের ক্ষেত্রে হলের আঁচড় পড়ে নাই,
ওই মুকুরে সূর্য্য, তারা, মুখ দেখে সবাই !
হোথায় মেঘের নাট্যশালা, রঙ্গ কুয়াসার,
হোথায় বাঁধা পরমায়ু গঙ্গা যমুনার !
ওইখানেতে তুষার-নদীর তরঙ্গ নিশ্চল,
রশ্মি-রেখার ঘাত-প্রতিঘাত চল্‌ছে অবিরল।
উচ্চ হতে উচ্চ ওযে মহামহত্তর,
নির্ম্মলতার ওই নিকেতন অক্ষয়-ভাস্কর !

* *

হয় তো হোথাই যক্ষপতির অলকানগর,
হয় তো হবে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর ;
রজতগিরি শঙ্করেরি অঙ্কোপরি, হায়,
কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মূরছায় !

হয় তো আদিবুদ্ধ হোথায় সুখাবতীর মাঝে
অবলোকন করেন ভূলোক সাজি' কিরণ সাজে !
কিম্বা হোথা আছে প্রাচীন মানস সরোবর,—
স্বচ্ছশীতল আনন্দ যার তরঙ্গনিকর !
কবিজনের বাঞ্ছা বুঝি হোথাই পরকাশ—
সরস্বতীর শুভ্র মুখের মধুর মৃদুহাস !

* *

লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াসায় ?—
বাংলা দেশের মানুষ যেথা আজো পূজা পায় !
এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি' উৎসাহ-শিখায়
ঘুচিয়েছিল নিবিড় তমঃ নিজের প্রতিভায় ।
এই পথেতে গেছেন তাঁরা দেখেছেন এই সব,
এইখানে উঠেছে তাঁদের হর্ষ-কলরব !
এম্‌নি ক'রে স্বর্ণ শৃঙ্গ বিপুল হিমালয়,—
আমার মত তাঁদের প্রাণেও জাগিয়েছে বিস্ময় ।
দেশের লোকের সাড়া পেয়ে আজ কি তাঁহারা
চেয়ে আছেন মোদের পানে আপনাহারা ?
চোখে পলক নাইক তাঁদের—পড়ে না ছায়া,—
মমতা কি যায়নি তবু—ঘোচেনি মায়া ?
তাই বুঝি হায় ফিরে যেতে ফিরে ফিরে চাই,
কে যেন, হায়, রইল পিছে,—কাহারে হারাই !

* *

সন্ধ্যা এসে ডুবিয়ে দিল রঙীন চরাচর,
অনিচ্ছাতে রুদ্ধ হ'ল দৃষ্টি অতঃপর।
উঠ্ল সেজে সাঁঝের আলোয় দার্জ্জিলিং পাহাড়,
ফুট্ল যেন ভুবন-জোড়া গাঁদাফুলের ঝাড়!
কুজ্ঝটিকায় সাঝের আঁধার হ'লো দ্বিগুণ কালো,
অরুণ-ছটার ছাতা মাথায় হাসে গ্যাসের আলো।
তখন দুয়ার বন্ধ ক'রে বন্ধ ক'রে সাসি
অন্ধ-করা অন্ধকারে স্বপন-সুখে ভাসি।
ঘুমের বুড়ীর মন্ত্র-মোহ অম্‌নি তখন খসে,
চেনা মুখের ছবিগুলি ঘিরে ঘিরে বসে!
ঘোর নিশীথে দারুণ শীতে কষ্ট যখন পাই,
ইচ্ছা করে কৃচ্ছ্র-সাধন পাহাড় ছেড়ে যাই;
শিক্ষা-শাসন হেথা; সেথায় হরষ হিন্দোল,
এ যে কঠোর গুরু-গৃহ সে যে মায়ের কোল।
তাই নিশীথে ঘরের কথা জাগে সে সদাই,
মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই।
সংগোপনে শব্দ যোজন করি দু' চারিটি
সশরীরে যেতে না পাই তাই তো পাঠাই চিঠি।
ভগ্ন স্বাস্থ্য কর্ত্তে আস্ত পড়্ছে ভেঙে মন,
ডাক পিয়নের মূর্ত্তি ধেয়ান ক'রে সকল ক্ষণ;
তাই অনুরোধ মাঝে মাঝে পত্র যেন পাই,
চিঠির ভেলায় প্রবাস-পাথর পার ক'রে নাও, ভাই!

সিংহল

(Young Lochinvar-এর ছন্দে)

ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বূল-বন কেশ !
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিশ্বাস !
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস !

ওই শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর যৌবন তার 'সিংহে'র বশ,—সিংহল নাম যায় ;
এই বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায় প্রান্তর তার ছায়,
আজো বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায়।

ওই বঙ্গের শেষ কীর্ত্তির দেশ সৌরভময় ধাম !
কাঠ্ শঙ্কর যার বল্কল-বাস, সিংহল যার নাম।
যার মন্দির সব গম্ভীর, তার বিস্তার ক্রোশ দেড় ;
যার পুষ্কর-মেঘ পুষ্করণীর দশ ক্রোশ ঠিক বেড়।

ওই ফাল্গুন আর দক্ষিণ বায়—সিংহল তার ঘর,
হায় লুব্ধের প্রায় সিংহল ধায় বঙ্গের অন্তর ;
ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর,
ওগো বঙ্গের বীর সিংহল-রাজ-কন্যার হয় বর।

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্যাম,—নির্ম্মল তার রূপ,
তার কণ্ঠের হার ল'ঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নির্ব্বাণ।

সিদ্ধিদাতা

(যবদ্বীপের একটি গণেশ-মূর্ত্তির ছবি দেখিয়া)

একি তোমার মূর্ত্তি হেরি ;—একি হেরি সিদ্ধিদাতা !
হাজার নর-মুণ্ড 'পরে ঠাকুর ! তব আসন পাতা !
হাজার জীবন নষ্ট হ'লে—ব্যর্থ গেলে হাজার জন—
তবে তোমার হয় প্রতিষ্ঠা ?—নির্ম্মিত হয় সিংহাসন ?
তখন তুমি প্রসন্ন হও—তখনি হও আবির্ভাব ?
নইলে পরে ব্যর্থ আশা ?—নইলে সুদূর সিদ্ধিলাভ ?

খুলে গেল দৃষ্টি এবার !—ঠাকুর ! তোমায় নমস্কার !
হাড়ের স্তূপে সিদ্ধিদাতার আসন-পাতা ! চমৎকার !

* * *

দুর্গমে কে যাত্রা ক'রে যবদ্বীপে করলে জয় !
কত বছর যুদ্ধ হ'ল কতই প্রাণের অপচয় !—
হিসাব তাহার নাইক কোথাও ; শিল্পী শুধু কল্পনাতে
আভাসখানি রেখে গেছে কঙ্কালের ওই অঙ্কপাতে ;

গ'ড়ে গেছে পাথর কেটে মূর্ত্তিখানি জীবন্ত,
শবাসনে সিদ্ধিদাতা,—শোকের দহন নিবন্ত।
নৃমুণ্ডেরি স্তূপের পরে জাগ্‌ল বিপুল জয়ের গাথা,
অভেদ হ'য়ে দিলেন দেখা সিদ্ধি সনে সিদ্ধিদাতা!

* * *

খর্ব্ব তুমি—স্থূল রকমের, সিদ্ধি—তুমি লম্বোদর;
তবু তোমায় চায় সকলে, তবু তুমিই মনোহর!
তোমার লাগি, বিশ্বামিত্র পীড়া দিল নিখিল জীবে,
যাত্রী ছোটে তোমার লোভে মর্ত্তলোকে আর ত্রিদিবে;
কারো হঠাৎ নিব্‌ছে বাতি,—কারো মাথায় চক্র ঘোরে,
কেউ বা লভে জ্ঞানের ভাতি, কেউ বা পথেই যায় গো ম'রে!
সিদ্ধি লাগি 'কর্ম্মী' জ্ঞানী ছুট্‌ছে কবি দিবস নিশা,
কেউ বা লভে স্বর্ণকণা, কেউ বা ধূলায় হারায় দিশা!

* * *

শিখাও প্রভু! বিঘ্ন-বিপদ ফেল্‌তে ঠেলে দুঃখ-রাতে;
করতে শিখাও কৃচ্ছ্র সাধন নাম লিখিয়ে খরচ-খাতে,
মরতে শিখাও শুষ্ক মুখে, ফিরতে শিখাও শূন্য হাতেই,
সত্যভানু প্রদীপ্ত যে নৃ-কপালের শুভ্রতাতেই,

* * *

পণ্ড পূজা ঠাকুর! তোমার ক্ষুদ্রচেতা বেনের ঘরে,—
উঞ্ছলোভী মূষিকে সে সিদ্ধিদাতার বাহন করে!
তারা তোমায় চেনে না, হায়, চেনেনাক সিদ্ধিদাতা
অভ্রভেদী নৃ-কঙ্কালে প্রভু! তোমার আসন পাতা।

ওঙ্কার-ধাম

(Un pelerin D' Angkar পড়িয়া)

ওঙ্কার-ধাম ! ওঙ্কার-ধাম !
চিত্ত-চমৎকার !
শ্যাম-কাম্বোজে কনকাম্ভোজ
হিন্দুর প্রতিভার !
তোরণে তাহার সপ্তশীর্ষ
সর্প সে ফণা ধরে,
পর্ব্বত সম বিপুল দেউল
মিশরের যশ হরে।
যোজন ব্যাপিয়া পত্তন তার,
বিঁধিয়া নীলাম্বর
পর্ব্বতজয়ী গর্ব্বে উঠেছে
দেউল স্তরে স্তর !
গুম্বজে তার সোনার পদ্ম,
চূড়ায় চতুর্ম্মুখ—
নীরব হাস্যে নিরখে চতুর্-
দিকের দুঃখ-সুখ ;—
বিরাট্ মূরতি, আরতি তাহার
জাগায় ভকতি ভয় !

দেউল ঘিরিয়া মূর্ত্তি-মেখলা,—
রামায়ণ শিলাময় !
রাক্ষস, রথ, হস্তী মহৎ,
যুদ্ধের হুড়াহুড়ি,
সাগর মথন, দেব অগণন,—
রয়েছে যোজন জুড়ি' !
প্রতি শিলা তার পেয়েছে আকার
শিল্পীর স্থপরশে,
সারি সারি সারি বুদ্ধ মূরতি
মগন ধ্যানের রসে।
বিম্ব হাজার একই দেবতার
রেখেছে গো খুদে খুদে,—
নির্ব্বাক্ শিলা নীরবে ঘোষিছে,—
দেবতা সর্ব্বভূতে !
শিল্পীর তপে হেথা অপ্সরা
রয়েছে পাথর হ'য়ে—
হেম-মুখী প্রেম মদিরেক্ষণা—
বহুর সোহাগ স'য়ে !
যোজন জুড়িয়া রয়েছে পাষাণ-,
স্তম্ভের মহাবন,
জনপদ দশ লক্ষ লোকের
নামশেষ সে এখন !

নিবিড় বনের সবুজ আঁধার
দিনে আছে দিক্ জুড়ে ;
শব-শিব একা বিরাজিছে আজ
চতুর্ম্মুখের চূড়ে !
আধেক ভগ্ন ধূলায় মগ্ন
আগুনে মূরতিগুলা,
নাই লোক শুধু বাদুড় পেচক,—
পালক এবং ধূলা !
ওঙ্কার-ধাম ! ওঙ্কার-ধাম ;
নাই—কারো নাই সাড়া,
ঘণ্টার মালা দুলিছে কেবল
বাতাসে পাইয়া নাড়া !
ধ্বংসের দাড়া অশথ শিকড়
পাকড়ি' ধরিছে আঁটি ;—
তার সাথে ধূলি আর বিস্মৃতি,
শিয়রে মরণ-কাঠি ।
ওঙ্কার-ধাম ! ওঙ্কার-ধাম !
বিস্মৃত তুমি আজ,
জানে না হিন্দু কীর্ত্তি আপন !
হায় নিদারুণ লাজ !
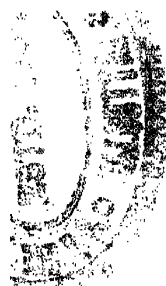
পদ্মার প্রতি

হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা। ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্‌ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
একা তুমি; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্বিনীতে!

দিগন্ত-বিস্তৃত তব হাস্যের কল্লোল তারি মত
চলিয়াছে তরঙ্গিয়া,—চিরদৃপ্ত, চির-অব্যাহত
দুর্ণমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,
সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর!

রুদ্র সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদার
তোমার বরদ হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার।
উর্ব্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছে দশদিক ভরি'!

অন্তহীন মূর্চ্ছনায় আন্দোলিছ আকাশ সঙ্গীতে,—
ঝঙ্কারিয়া রুদ্রবীণা,—মিলাইছ ভৈরবে ললিতে!
প্রসন্ন কখনো তুমি, কভু তুমি একান্ত নিষ্ঠুর;
দুর্ব্বোধ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুর্জ্জেয়-সুদূর!

শিশুকাল হ'তে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, দুরন্ত-দুর্ব্বার ;
সগর রাজার ভস্ম করিলে না স্পর্শ একবার !
স্বর্গ হ'তে অবতরি' ধেয়ে চলে' এলে এলোকেশে,
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে !

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ ;
আর্য্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী !
অনাহূত—অনার্য্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি !

সেই হ'তে আছ তুমি সমস্যার মত লোকমাঝে,
ব্যাপৃত সহস্র ভুজ বিপর্য্যয় প্রলয়ের কাজে !
দম্ভ যবে মূর্ত্তি ধরি' স্তম্ভ ও গম্বুজে দিন রাত
অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত

তার প্রতি কোনোদিন ; সিন্ধুসখী ! হে সাম্যবাদিনী !
মূর্খে বলে কীর্ত্তিনাশা, হে কোপনা ! কল্লোলনাদিনী !
ধনী দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটীরে ;

না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,

নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই !
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা ! অয়ি পদ্মা ! অয়ি বিপ্লাবিনী !

পাগ্‌লা ঝোরা

তোমরা কি কেউ শুন্‌বে নাগো পাগ্‌লা ঝোরার দুঃখ-গাথা,
পাগল ব'লে কর্ব্বে হেলা ? কর্ব্বে হেলা মর্ম্মব্যথা ?
জন্ম আমার হিম-উরসে, কূলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি গঙ্গাদিদির পাগল ভাই।

বরফ-মরুর একলা জীবন ভাল আমার লাগ্‌ত নারে,
লুকিয়ে উঁকি তাইতো দিতাম নীচের দিকে অন্ধকারে ;
সুড়্‌সুড়িয়ে গুড়্‌গুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কৌতূহলে
গড়্‌গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম,—ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে !

পিছল পথে নাইক বাধা, পিছনে টান নাইক মোটে,
পাগ্‌লা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য-নূতন সঙ্গী জোটে !
লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্চ হ'তে
চড়চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত স্রোতে,—

তরল ধারায় উড়িয়ে ধূলি, জুড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার জ্বালা,
জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে বিনিসূতার রাস্নামালা ;
একশো যুগের বনস্পতি—বাকল-ঝাঁঝি সকল গায়,—
মড়মড়িয়ে উপ্‌ড়ে ফেলে স্রোতের তালে নাচিয়ে তায়,—

গুহার তলে গুম্‌রে কেঁদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে,
ঐরাবতের বৈরী হ'য়ে, কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে ছুটে,
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে ঝঞ্ঝাঝড়ের শব্দ ক'রে,
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে,—

পরাণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দ ছাড়া আজ্‌কে আমি যাচ্চি ম'রে মনের দুখে ;
যাচ্চি ম'রে মনের দুখে পূর্ব্ব সুখে স্মরণ ক'রে ;
ঝারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়্‌ছি ঝ'রে।

চক্রী মানুষ চক্র ধ'রে ছিন্ন ক'রে আমার দেহ
ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে, নাইক দয়া, নাইক স্নেহ !
আমি ছিলাম আমার মতন,—পাহাড়-কোলে নির্ব্বিবাদে,
মানুষ ছিল কোন্‌ সুদূরে—সাধিনি বাদ তাদের সাধে ;

তবুও শিকল পরিয়ে দিলে রাখলে আমায় বন্দীবেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প-আয়ু, আমায় কিনা বাঁধলে শেষে !

কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়তে বলে,
শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছি, ক্রমে, পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।

আগে আমায় চিন্‌ত যারা বল্‌ছে শোনো—'যায় না চেনা!'
বাজ্‌বে কবে প্রলয়-বিষাণ?—মুখে আমার উঠছে ফেনা!
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো?
রুদ্রতালে নাচ্‌ব কবে? তোমরা কেহ বল্‌তে পারো?

শূদ্র

শূদ্র মহান্‌ গুরু গরীয়ান্‌,
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো!
শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।

আদি-দেবতার চরণের ধূলি
শূদ্র,—একথা শাস্ত্রে কহে,
আদি-দেবতার পদরেণু-কণা
সকল দেবতা মাথায় বহে।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
না করিবে শিরোধার্য্য কেবা?
কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—
শূদ্রে বলে রে করিতে সেবা!

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা, শূদ্র পাবন
পরশ তাহার পুণ্য-সাথী।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন
তাই তার ঠাঁই শ্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না তুলে।

শুদ্ধ-স্বত্ত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে ;
মহামানবের গতি সে মূর্ত্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে !

মেথর

(কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।)

শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব্ব ক্লেদ-গ্লানি !
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।

নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল !
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ ;
আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি, লাঞ্ছনা সহিতে।

পথের স্মৃতি

হাত পেতে বসেছে ভিখারী
রাজপথে মৌন প্রত্যাশায় ;
শাখা মেলি' শীর্ণ তরু সারি
শূন্যমনে আকাশে তাকায়।

লঘু মেঘ চলে যায় ভেসে,—
উপবাসী রহে শাখাদল ;
শাদা মেঘ ভেসে গেল হেসে
পিপাসীরে দিল না সে জল !

ধোয়া ধুতি—রেশ্‌মী চাদর—
চলে গেল ফিরাইয়া মুখ ;
অনুদার বিলাসী বাঁদর
অভুক্তের বুঝিল না দুখ।

সহসা উড়ায়ে ধূলিজাল
ম্লান মেঘ এল বায়ুভরে,—
বজ্রকণ্ঠ মূরতি করাল,—
সেই শেষে দিল স্নিগ্ধ ক'রে !

থামাইয়া থার্ডক্লাশ্‌ গাড়ী
রুক্ষমূর্ত্তি দুঃখী গাড়োয়ান
গাড়ী হতে নামি' তাড়াতাড়ি
গরীব গরীবে দিল দান !

শাদা মেঘ দেয় না রে জল,
  ম্লান মেঘ! আয় তোরা আয়,
রিক্ত শাখে হ'বে ফুল-ফল
  বিন্দু বিন্দু তোদেরি দয়ায়।

দুর্ভিক্ষে

ক্ষিদের জ্বরে যাচ্ছে মারা, ক্ষিদেয় ঘুরে পড়ছে ম'রে!
উপর-ওলার মর্জ্জি, বাবা, একে একে যাচ্ছে স'রে।

বিকিয়ে গেছে হালের বলদ, দুধুলি গাই বিকিয়ে গেছে,
চালিয়েছিলাম দু'-পাঁচটা দিন কাঁসা পিতল সকল বেচে!

বিকিয়ে গেছে লক্ষ্মী-মোহর জনার্দ্দনের রূপার ছাতা,
ভিটার গ্রাহক নাইক গাঁয়ে, তাই আজো সব গুঁজ্‌ছে মাথা।

বিকিয়ে গেলাম পেটের দায়ে, পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা,
কেড়ে খাবার দিন গিয়েছে, কুড়িয়ে খাবার গেছে পালা;

কচি ছেলের খেইছি কেড়ে,—কান্নাতে কান দিইনি মোটে,
চোখে কানে যায় কি দেখা?—ক্ষিদেয় যখন ভিতর ঘোঁটে?

প্রথম প্রথম লুকিয়ে খেতাম, চোরের মতন হেথা-হোথা,
নিজের ক্ষিদেয় ভুল্‌তে হ'ত ছেলে-মেয়ের ক্ষিদের কথা !

ঘাস পাতাতে চল্‌বে ক'দিন ? ক'দিন ওসব সইবে পেটে ?
শুকিয়ে আস্‌ছে ক্ষিদেয় নাড়ী, কারো নাড়ী দিচ্ছে কেটে ।

ক্ষিদের জ্বালায় জোয়ান মেয়ে দেছে সেদিন গলায় দড়ি,
ক্ষিদের জ্বরে কচি কাঁচা মরছে নিত্যি ঘড়ি ঘড়ি ।

শুষছে পড়ে শ্মশান-ভিটায়,—শুষছে পড়ে সারি সারি,
সকল গুলোর মুক্তি হ'লে নির্ভাবনায় মর্ত্তে পারি ।

একে একে হ'চ্ছে নীরব খড়ের শেষে কঠিন ভূঁয়ে,
হ'চ্ছে নীরব—যাচ্ছে ম'রে,—বুঝছি সবি শুয়ে শুয়ে ।

বুঝতে পারছি—ওই অবধি—জান্‌তে পাচ্ছি মাত্র এই,
মুখে দেব জল দু'-ফোঁটা—তেমন ধারাও শক্তি নেই ।

মড়ার লোভে ঢুক্‌বে কুকুর—ভাব্‌তে ওঠে শিউরে গাটা,—
জ্যান্তে পাছে খায় গো ছিঁড়ে, ভাব্‌ছি এখন সেই কথাটা ।

চোখের আগে অন্‌কি ওড়ে, গায়ে মুখে বস্‌ছে মাছি,
বুঝতেও ঠিক পারছিনাক—মরেছি না বেঁচেই আছি !

হায় ভগবান! মর্জ্জি তোমার! হায় জগদীশ! তোমার খুসী।
রাখলে তুমি রাখতে পার, মারতে পার মারলে রুষি’;—
বাঘের ক্ষিদে মিটাও ঠাকুর,—প্রাণ রাখ প্রাণহানি ক’রে;
মানুষ মরে ক্ষিদেয় জ’রে—হাত গুটিয়ে রইলে স’রে!

সংশয়

গ্রহণ-দিনের গহন ছায়ায় গাহন করি’
গগনে উঠিছে শঙ্কার স্বর ভুবন ভরি’!
রাহুর গরাসে হিরণ কিরণ হইল সারা,
হায় হায় করে আলোর পিয়াসী নয়নতারা।

যে দিকে তাকাই কেবলি যে ছাই পড়িছে ঝরি’!
ক্লান্ত পরাণ, দিনমান শুধু ভাবিয়া মরি;
‘কি হ’বে গো’!—কারে সুধাইব, হায়, পাই নে ভাবি’,
মধ্য সাগরে ছিদ্র তরণী যায় যে নাবি’!

স্থির-নিশ্চিত মৃত্যুর মত আসিছে ঘিরে,
নিশ্বাস হরি’ দৃষ্টি আবরি, ঘন তিমিরে;
কোথা শাদা পাল? কই তরী তব? হে কাণ্ডারী!
লোনা জলে একি মিছে মিশে গেল নয়ন-বারি!

হাহাকার

দুর্ভিক্ষের ভিক্ষুকের মত
কেঁদে কেঁদে ওঠে সে নিয়ত,
রোদন উদ্যমে অবসান,
আছে শুধু বদন-ব্যাদান !
আছে বুকে বুভুক্ষার মত
জগতের ক্ষুণ্ণ খেদ যত,
আছে শুধু যমের যন্ত্রণা
প্রেতলোকে জাগাতে করুণা ।

এ সংসার অন্ধ-কারাগার,
কোনোদিকে মিলে না দুয়ার ;
ক্ষুণ্ণ প্রাণ, সংক্ষুব্ধ বেদনা,
কেবল পিঞ্জরে আনাগোনা ।
এ পিঞ্জর ভাঙ ভগবান,
শোক তাপ হোক অবসান ;
এ উৎকট রোদনের শেষ
কর, কর, কর পরমেশ !

শূন্যের পূর্ণতা

কৃষ্ণ হ'তে পাংশু হ'য়ে, ক্ষুদ্র হ'তে ব্যাপ্তি ল'য়ে
শকুন্তের ছায়া ক্রমে আলোকে মিলায়।
জিজ্ঞাসা সংশয়-শেষে, দগ্ধ রিক্ত চিত্ত দেশে
অনাসক্ত পূর্ণজ্ঞান বিহরে লীলায়!

১৪ই জ্যৈষ্ঠ

(আমার পিতামহ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের
সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধদিনে রচিত)

অনেক দেছেন যিনি মানবেরে অকৃপণ করে,—
ধীশক্তির দাতা বলি' মুখ্যভাবে ধ্যান তাঁরে করে
আমাদের এ ভারত; প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায়
মুখরিত করি দিক শ্রেষ্ঠ সে দানের কথা গায়।

সেই শ্রেষ্ঠ বিভূতিতে ছিলে তুমি ভূষিত ধীমান্
জ্ঞানাঞ্জনে নেত্র মাজি' বিশ্ব-দৃশ্য দেখিলে মহান্!
বিজ্ঞানের তূর্য্যনাদে স্তব্ধ করি' দিলে তুচ্ছ কথা,
সর্ব্ব সঙ্কীর্ণতা ত্যজি' নিলে বরি' বিশ্বজনীনতা,—

অন্ধ বিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত এ বঙ্গ-ভুবনে
এনে দিলে জ্ঞানামৃত; হ'লে গুরু চক্ষুরুন্মীলনে।
সত্যের করিতে সেবা স্বার্থ, সুখ, স্বাস্থ্য বিসর্জ্জিলে,—
মিথ্যা সংস্কারের মোহ ক্ষয় করি' দিলে তিলে তিলে।

অর্দ্ধ পথে থাম নাই সন্ধি করি' অজ্ঞতার সনে,
সূর্য্যকান্ত মণি তুমি পরিপূর অপূর্ব্ব কিরণে।

(২)

আজি তব মৃত্যুদিনে, ওগো পূজ্য! ওগো পিতামহ!
এনেছি যে দীন অর্ঘ্য—তুমি সে প্রসন্ন মনে লহ।
বার্ষিকী এ শ্রাদ্ধে তব পিণ্ডভোজী ডাকিনি ব্রাহ্মণ,
জানি তাহে হইত না, ওগো জ্ঞানী! তোমার তর্পণ;

অন্তরের শ্রদ্ধা শুধু আমি আজি করি নিবেদন;—
এই তো যথার্থ শ্রাদ্ধ—কীর্ত্তি-কথা স্মরণ কীর্ত্তন।
সত্য-দেবতার পদে আজ শুধু এই ভিক্ষা চাই,—
বুদ্ধেরে পূজিতে যেন রক্তধারে বেদী না ভাসাই;—

অবতার বলি' মুখে যেন, হায়, অজ্ঞতার ফলে
রঘুবীরে না বসাই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহের দলে;—

তব প্রিয় কর্ম্ম ত্যজি' যেন তব তর্পণে না বসি'
বিদ্যা তপ বিবর্জ্জিয়া শুধু যেন কৌলীন্য না ঘোষি'।

হে আদর্শ জ্ঞানযোগী! হে জিজ্ঞাসু, তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর ;—গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়।

শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে

আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অভ্রভেদী তীব্র জ্বালা,—
আজ শ্মশানে পড়ছে ঝরে উল্কা-তরল জ্বালার মালা।
যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব্ব,—শ্মশান শুধু হ'চ্ছে আলা,
যাচ্ছে পুড়ে নূতন ক'রে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।

একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য্য আর পুড়ছে লামা,
প্রোফেসার আর পুড়ছে ফুঙি, পুড়ছে শমস্-উল্-উলামা
পুড়ছে ভট্ট সঙ্গে তারি মৌলবী সে যাচ্ছে পুড়ে,
ত্রিশটি ভাষার বাসাটি হায় ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছে উড়ে।

একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল, 'কুকু', বুল্‌বুলেতে,—
দাবানলের একটি আঁচে নীড়ের পিঠে পক্ষ পেতে ;
পড়ছে ভেঙে চোখের উপর বর্ত্তমানের বাবিল-চূড়া,
দানেশমন্দী তাজ সে দেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া।

আজ শ্মশানে বঙ্গভূমির নিব্‌ল উজল একটি তারা,
রইল শুধু নামের স্মৃতি রইল কেবল অশ্রুধারা ;
নিবে গেল অমূল্য প্রাণ, নিবে গেল বহ্নিশিখা,
বঙ্গভূমির ললাট 'পরে রইল আঁকা ভস্মটীকা ।

সাগর-তর্পণ

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ।
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার ।
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত চমৎকার !
নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর--
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার ।
বিশ বছরে তোমার অভাব পূরলনাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্ত্তি-ঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর ।

স্মরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত !—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক ।

রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হ'বে,—চাই সে এমন বীর ।

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায়,
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠ্‌ত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার ।

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজ্‌ব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখ্‌ব তারে, থাক্‌ব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয় ।

রাখব তারে স্বদেশপ্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগ্‌বেনাকো, অটুট হ'বে ঘর !
উঁচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্য্যাদায় যার ।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;

বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,—
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।
দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ;
স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
"বাপ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !"
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ ;
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?—এ কি বিষম লাজ !
বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

ঋষি টলষ্টয়

সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ক্ষোভে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ ছিল জগজন
অন্ধকূপে বন্দী সম ; তুমি খুলে দিলে বাতায়ন,
ওগো ঋষি রুষিয়ার ! মুক্ত রন্ধ্রে স্বর্গের বাতাস
পে ; বিশ্ববাসী বাঁচিল নিঃশ্বাস

ফেলি ; ওগো টল্‌ষ্টয় ! বিনাশিলে তুমি মহাভয়
মানবের ; প্রচারিলে পৃথ্বীতলে বিশ্বাসের জয় ।
মহাবৈষম্যের মাঝে প্রচারিলে সাম্যের বারতা,
উচ্চারিলে, দ্রষ্টা ! তুমি, মহামিলনের পূর্ব্বকথা !

বাণী তব মৃত্যুহীন মৃত্যুময় এ মর্ত্ত্যভুবনে
ওগো মৃত্যুঞ্জয় কবি ! হে মনীষি, জাগে আজি মনে
সিদ্ধার্থের সুপ্ত স্মৃতি,—তোমার শুনিয়া কণ্ঠরব,
সেই স্বর, সেই কথা , তারি মত—তারি মত সব !

সেই ত্যাগ ! সেই তপ ! সেই মহামৈত্রীর বাখান
বুদ্ধকল্প বিশ্বপ্রেমে বর্ত্তমানে তুমি মহাপ্রাণ !

কবি-প্রশস্তি

(ঋষি-কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে রচিত)

বাজাও তুমি সোনার বীণা হে কবি ! নব বঙ্গে ;
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রঙ্গে !
তোমার গানে তোমার সুরে
উঠিছে ধ্বনি ভুবন জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সঙ্গে ।

কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে নিশিগন্ধা,
পূর্ণা তিথি মিলালে আনি' রিক্তা মাঝে নন্দা !
যে ফুল ফোটে স্বর্গ বায়ে
আহরি' দিলে প্রিয়ের পায়ে,
মিলালে আনি' অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছন্দা !

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।
দর্ভ তব আসন-খানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।

জীবন-ব্রতে পঞ্চাশতে পড়িল তব অঙ্ক,
বঙ্গ-গৃহ জুড়িয়া আজি ধ্বনিছে শুভ শঙ্খ ;—
পান্থ এসে পুষ্প-রথে
পৌছিলে হে অর্দ্ধ পথে,—
সারথি তব শুভ্র-শুচি কীর্ত্তি অকলঙ্ক !

অর্দ্ধশত শরতে সোনা ঢেলেছ তুমি নিত্য,
অর্দ্ধশত মিলিলে হেন তবে সে পূরে চিত্ত ;
সোনার তরী দিয়েছ ভরি,'
তবুও আশা অনেক করি ;
ভরিয়া ঝুলি ভিখারী সম ফিরিয়া চাহি বিত্ত।

চাতক! তুমি কত না মেঘে মেখেছ বারি-বিন্দু
কত না ধারে ভরিয়া তুমি তুলেছ চিত-সিন্ধু!
মরাল! তুমি মানস-সরে
ফিরেছ কত হরষ-ভরে,
চকোর! তুমি এসেছ ছুঁয়ে গগন-ভালে ইন্দু।

বঙ্গ-বাণী-কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভ লগ্ন,
বাজালে বেণু মোহন তানে পরাণ হ'ল মগ্ন!
বিষাণ যবে বাজালে, মরি,
গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি'
মিশিল স্রোতে বদ্ধ ধারা, পাষাণ-কারা ভগ্ন।

গভীর তব প্রাণের প্রীতি, বিপুল তব যত্ন,
দিশারি! তুমি দেখাও দিশা, ডুবারি! তোলো রত্ন!
যে তানে টলে শেষের ফণা
পেয়েছ তুমি তাহারি কণা,—
অমৃত এনে দিয়েছে শ্বেনে,—নহে সে নহে প্রত্ন।

অমৃত এনে দিয়েছে প্রাণে পরাণ-শোষী দুঃখ,
গৌণ যাহা না গণি' তাহে চিনিয়া নিলে মুখ্য;
শোকের রাতে রহিলে ধ'রে
হিরণ্ময় মৃণাল-ডোরে,
রুদ্রে নিলে বরণ ক'রে রসায়ে নিলে রুক্ষ।

রেখেছ তুমি দৈবী শিখা হৃদয়ে চির-দীপ্ত,—
অবিশ্বাসে হতাশ্বাসে জগৎ যবে ক্ষিপ্ত ;
মত্ততারে করেছ ঘৃণা—
চাহ না তবু মুক্তি বিনা,
উজল মনোমুকুর তব হয়নি মসীলিপ্ত।

বাজাও কবি! আলোক-বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয়-শতদল সে তুমি ফুটাও সুধা গন্ধে ;
যে ভাব ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলি আছে,
তোমার নামে মেতেছে দেশ,—মিলেছে মহানন্দে।

গহন মেঘে বিজলি সম উজলি' আছ বঙ্গ,
মাতাও কভু কাঁদাও তুমি হাসাও করি' রঙ্গ!
সূর্য্য সম উজলি' ভূমি
সপ্ত ঘোড়া ছুটাও তুমি,
তৃপ্ত হ'ল হৃদয়-প্রাণ লভিয়া তব সঙ্গ।

অর্ঘ্য

(কবি-সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্যদিগের পক্ষ হইতে প্রদত্ত)

নেতধটি মোরা পাই নাই খুঁজে,
বিশ আড়া ধান আনিনি কবি
এনেছি কেবল হৃদয়ের প্রীতি—
বিকচ কমল কোমল ছবি।
পরগণা লিখে সঁপিতে কবিকে
কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গে নাহি,
আঁখিজলে শুধু করি' অভিষেক
দর্ভ-আসনে বসাতে চাহি!
জীবনের বহু শূন্য প্রহর
ভরিয়া তুলেছ বীণার তানে,
অন্ধ যামিনী হেসেছে পুলকে,—
যে হাসি হাসিতে অন্ধ জানে।
তোমার যোগ্য কি দিব অর্ঘ্য?
কোথা পাব মোরা ভাবি গো তাই;—
জনক রাজার মত কোথা পাব
হিরণ-শৃঙ্গ হাজার গাই!

ব্রহ্মবিদের তুমি বরেণ্য,—
কাব্য-লোকের লোচন রবি !
স্বর্গে বসিয়া আশীষিছে তোমা,
ব্রহ্মবাদিনী বাচক্লবী।
শ্রদ্ধার স্রক্ চন্দন আর
অনুরাগ-ধারা এনেছি মোরা,
তোমার যোগ্য নাহিক অর্ঘ্য,
তবু লও প্রীতি-রাখীর ডোরা।

নিবেদিতা

প্রসূতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী ;—
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি,—
বিদেশিনী নিবেদিতা ! স্বাস্থ্য, সুখ, সম্পদ তেয়াগি'
দীন দেশে ছিলে দীন ভাবে ; দুঃস্থ এ বঙ্গের লাগি'

সঁপেছিলে সর্ব্বধন,—কায়, মন, বচন আপন,—
ভাবের আবেশ ভরে,—করেছিলে আত্ম-নিবেদন।
ভালবেসে ভারতেরে কাছে এসেছিলে দূর হ'তে,
দিয়েছিলে স্নিগ্ধ ক'রে অনাবিল মমত্বের স্রোতে।

তপস্যার পুণ্য তেজে করেছিলে অসাধ্য-সাধন,
জ্বেলেছিলে স্বর্ণ দীপ অন্ধকারে ; নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির ;—
স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষে বহে নীর।

এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চলে গেলে অল্প-আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়,—
দেহ রাখি' শৈল-মূলে ;—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী ,
ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী !

নফর কুণ্ডু

নফর নফর নয়,—এক মাত্র সেই তো মনিব
নফরের দুনিয়ায় ; দীন-হীন প্রতি জীবে শিব
প্রত্যক্ষ করেছে সেই। নহিলে কি অস্পৃশ্য মেথরে
বিপন্ন দেখিয়া, নিজ প্রাণ দিতে পারে অকাতরে
দুঃস্থের উদ্ধার লাগি' ? পঙ্কে সে মানে নি অগৌরব ;
সে শুধু মানস-চক্ষে দেখেছে গো বিপন্ন মানব ;
শুনেছে মনের কানে মুমূর্ষু জনের আর্ত্তরব,—
অমনি গিয়েছে ভুলে পুত্র, জায়া, পিতা, মাতা,—সব,—
গৃহ গৃহস্থালী-সুখ ; বাষ্প-বিষ-বিহ্বল-গহ্বরে
নেমেছে অকুতোভয়ে ;—একটি সে জীবনের তরে।

একটি প্রাণের লাগি' নিজ প্রাণ দেছে মহাপ্রাণ।
স্বদেশী বিদেশী মিলি' স্মরে আজি পুণ্য অবদান
নিঃস্ব এই নফরের। নফর আজিকে পুণ্যশ্লোক;
আলোকিছে মাতৃভূমি শুভ্র তার সুকৃতি-আলোক।

দেশবন্ধু

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষদে গীত)

বন্ধুর ভালে চন্দন-টীকা কণ্ঠে কমল-মালা,
দেশ-বন্ধুর শুভ আগমনে হৃদি-মন্দির আলা!
মাধবে মাধবী-কঙ্কণ বাঁধ বন্ধুর মণিবন্ধে,
লোক-বন্ধুর গৌরব-গাথা গাঁথ মনোরম ছন্দে;
বেদের সরস্বতী এসেছেন লইয়া বরণ-ডালা,—
ইন্দু-কিরণ-নিন্দিত যাঁর মুকুট রশ্মি-জ্বালা!
বন্ধুর তরে তোরণ রচনা করেছে নূতন বর্ষ,—
নবীন পুষ্পে নব কিশলয়ে; উথলে নবীন হর্ষ!
বর্ষণ করে লাজ-অঞ্জলি কল্যাণী পুরবালা,
জনবন্ধুর আগমন-পথে লক্ষ কুসুম ঢালা।

জ্যোতির্ম্মণ্ডল

যাঁহাদের পুঞ্জ তেজে দীপ্ত আজি বঙ্গের গগন,
বাঙালীর চিত্রপটে তাঁহাদের একত্র মিলন !
মণ্ডলের মধ্যে রবি মহিমায় করেন বিরাজ,
সৌর জগতের সত্য সাহিত্য-জগতে হের আজ
হ'য়ে আছে সপ্রমাণ ! ঊর্দ্ধে তার নিস্পন্দ আলোক,—
যুগ-যুগন্ধর রাজা আছেন রচিয়া ধ্রুব লোক ;
আর্য লোক পার্শ্বে তার,—তপঃক্লিষ্ট সপ্তর্ষিমণ্ডল,—
স্তব্ধ, শান্ত সুগম্ভীর পুরাতন জ্যোতিষ্কের দল,—
অক্ষয় সে জ্ঞানযোগী কর্ম্মযোগী বিদ্যার সাগর,
দূরতায় মন্দীভূত রশ্মি তবু স্পষ্ট সুগোচর।
রবির দক্ষিণভাগে বঙ্কিম বঙ্গের বৃহস্পতি ;
বামে মধু শুক্রগ্রহ ; বিতরিল যেই শুভ্র জ্যোতি
রবি উদয়েরও আগে। শূন্যে শোভে নীহারিকা সেতু,
উল্কা আছে, গ্রহ আছে, আছে তারা, আছে ধূমকেতু।

বিশ্ববন্ধু

(বিশ্ববন্ধু উইলিয়ম্ ষ্টেডের মৃত্যু-উপলক্ষ্যে)

গ্রহণ-বর্জ্জিত শুচি সূর্য্য সম নিত্য নির্ণিমেষ
নিয়ন্তার নেত্রবিভা পশেছিল ও তব পরাণে !
তাই জান নাই শঙ্কা, তাই তুমি মান নাই ক্লেশ,
বিবাদ, বিপদ, বিঘ্ন ; টল নাই নিন্দা-অপমানে।

হে তেজস্বী ! অগ্নিসত্ত্ব ! হে তপস্বী ! স্বদেশ বিদেশ
ভিন্ন নহে তব চোখে ; তোমার নাহিক আত্মপর ;
ঘোষণা করেছ তুমি নিত্য সত্য ; চিত্ত স্বার্থ-লেশ-
শূন্য তব চিরদিন ; ধৃতব্রত তুমি ঋতম্ভর।

"জাতির প্রতিষ্ঠা বাড়ে ন্যায়নিষ্ঠ শুচি অনুষ্ঠানে"
এ তোমার মূলমন্ত্র,—এ তোমার প্রাণের সাধনা ;
জয়-ডঙ্কা-নাদে তাই আতঙ্কিত হ'তে তুমি প্রাণে
দুর্ব্বলের পীড়াভয়ে। বিশ্বমানবের আরাধনা,—

সনাতন ন্যায় ধর্ম্ম,—তুমি তার ছিলে পুরোহিত ;—
কত অভিচার মন্ত্র নষ্টবীর্য্য তব শঙ্খ-রবে !
হে বিশ্বাসী ! বিশ্ববন্ধু ! ওগো কর্ম্মী উদারচরিত !
নিঃস্ব নির্জ্জিতের পক্ষে একা তুমি যুঝেছ গৌরবে।

হে ধর্ম্মিষ্ঠ ! আত্মনিষ্ঠ ! লভিয়াছ সমুদ্র-সমাধি
অন্তে তুমি সমুদার ! মানুষের রাজ্যের বাহিরে ;
ঊর্দ্ধে শুধু নীলাকাশ—সীমাহীন, অনন্ত, অনাদি,
নিম্নে লীলায়িত নীল উচ্ছ্বসিত চন্দ্রমা-মিহিরে।

তোমার সমাধি ভঙ্গ করিবে না তরঙ্গ দুর্জ্জয়,
আত্মপ্রাণ-দানে তব আর্ত্তত্রাণ ঘটেছে সুক্ষণে ;
কীর্ত্তনীয় তব নাম ; কীর্ত্তি তব অমর অক্ষয়,
ক্ষাত্রধর্ম্ম মূর্ত্ত তুমি, হে যশস্বী ! জীবনে মরণে।

চৌদ্দ প্রদীপ

চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবন উজল করি,
বিস্মৃত শত অমা-যামিনীর কাজল হরি ;
পিতৃযানের অজানা আঁধারে আলোক জ্বালি,
আলোর রাখীতে বাঁধি গো অতীতে,—ঘুচাই কালি !
মৃত্যু গহনে বিস্মৃত জনে স্মরণ করি,
স্মৃতি-লোকে সবে জাগাই পুলকে চিত্ত ভরি'
কল্পনা দিয়ে করি গো সৃজন কল্পলতা,—
অশ্রু-হিমানী জড়িত আকাশে অতীত কথা !

চৌদ্দ প্রদীপে সপ্ত ঋষিরে স্মরণ করি,
ত্রিশঙ্কু আর বিশ্বামিত্রে বরণ করি ;
স্মরি অগস্ত্যে—ফেরে নি যে আর যাত্রা ক'রে,
স্মরি গো বুদ্ধে—জ্ঞানে প্রেমে যার ভুবন ভরে ;
স্মরি পরাশরে—তার রাক্ষস-সত্র-কথা,
স্মরি মৈত্রেয়ী অরুন্ধতীরে পতিব্রতা ;
বাল্মীকি আর কালিদাস কবি জাগিছে মনে,
দোলাইয়া শিখা নমিছে প্রদীপ দ্বৈপায়নে।

ভীষ্মের স্মৃতি উজলিছে দীপ হৃদয়-লোকে,—
সারা ভারতের পিতামহ সেই অপুত্রকে।
জাগিছে ভরত সর্ব্বদমন ভারত-আদি,
অশোক-প্রতাপ-পৃথ্বী-বিজয়সিংহ-সাথী !
জাগে বিক্রম অভিনব নবরত্নে ধনী,
যবনী রাণীর বক্ষে জাগিছে মৌর্য্যমণি।
লুপ্ত দিনের বিস্মৃতি-লেপ ঘুচেছে কালো,
চৌদ্দ প্রদীপে আজিকে চৌদ্দ ভুবন আলো।

কোলাকুলি আজ তিমিরে দোলায়ে আলোর দোলা !
চৌদ্দ যুগের চৌদ্দ হাজার ঝরোখা খোলা !
এ পারে প্রদীপ উল্কা ওপারে উলসি' ওঠে,
পিতৃযানের মাঝখানে আজ বার্ত্তা ছোটে ;

আনাগোনা আজ জানা যেন যায় আকাশ 'পরে,
পিতৃগণের পদ-রেণু আজ আঁধারে ঝরে !
আঁধার-পাথারে আকুল হৃদয় পেয়েছে ছাড়া,
চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবনে জেগেছে সাড়া।

বন্দরে

শাস্ত্র-শাসন রইল মাথায়, তর্ক মিছে,—নেইক ফল ;
বন্দরে ওই দাঁড়িয়ে জাহাজ,—বেরিয়ে পড় বন্ধুদল !
বাজে কথায় কান দিয়োনা, কান দিয়োনা ক্রন্দনে,
দুল্‌তে হবে সিন্ধু-দোলায় বিরাট্ বুকের স্পন্দনে।

সাগর-পথে যাত্রা-নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তি ও,
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধুমাঝে—মুক্তাভরা শুক্তি ও ;
ফিরব মোরা দশটা দিকে রত্নাকরের বুক চিরে,
রত্ন নেব, মুক্তা নেব, সঙ্গে নেব লক্ষ্মীরে।

বাণিজ্যে সে বসত্ করে সিন্ধুজলে জন্ম তার,
সাগর সেঁচে আন্‌ব তারে আন্‌ব ঘরে পুনর্ব্বার ;
আন্‌ব ঘরে মাথায় ক'রে বিদ্যা মৃত-সঞ্জীবন,
শুক্র ঋষির চরণ-ধূলায় পরব মোরা জ্ঞানাঞ্জন।

দেবযানীরে রাখ্‌ব খুসী ব্রহ্মচর্য্য ছাড়ব না,
আপনজনে ভুল্‌ব না রে পরের আদর কাড়ব না ;
জালের কাঁঠি নিরেট খাঁটি, ছড়িয়ে পড়ে ছত্রাকার,—
মিললে নিধি, জলের তলে থাক্‌বে না সে ছড়িয়ে আর ;—

ঘেঁষে ঘেঁষে ঘনিয়ে এসে মিলিয়ে দেবে সকল খুঁট,—
ধন ঘড়াটি ধরবে আঁটি' লাখ আঙুলের লোহার মুঠ !
ছড়িয়ে গিয়ে জগৎমাঝে মিল্‌ব মোরা অন্তরে ;
নূতন ক'রে পড়ব বাঁধা দেশের মায়া-মন্তরে ।

পাঁজি পুঁথি রইল মাথায় জ্ঞানের বাড়া নেইক বল,
যৌবনের এই শুভক্ষণে বেরিয়ে পড় বন্ধুদল !
হিন্দু যখন সিন্ধুপারে করলে দখল যবদ্বীপ
কোথায় তখন ভট্টপল্লী কোথায় ছিলেন নবদ্বীপ ?

কোথায় ছিল জাতির তর্ক—অর্কফলার আন্দোলন—
যেদিন রুদ্র সমুদ্রেরে বিজয় দিল আলিঙ্গন ?
মেক্সিকোতে হ'ল যেদিন মঠপ্রতিষ্ঠা রাম-সীতার—
বিধান দিল কোন্ মনীষী ?—খোঁজ রাখে কি পুরাণ তার ?

উড়ুপ-যোগে দু'দিন আগে হিন্দু যেত সিন্ধু পার,
মিশর পেরু, রোম, জাপানে ছুট্‌ত নিয়ে পণ্যভার ;

তাদের ধারা লুপ্ত হবে? থাক্‌বে শুধু পঞ্জিকা?
ধানের আবাদ উঠিয়ে দিয়ে ফসল হ'ল গঞ্জিকা?

করুক তবে সূক্ষ্ম বিচার শাস্ত্র নিয়ে পণ্ডিতে;
নিঃস্ব করুক নস্য-ধানী গোময়-লিপ্ত গণ্ডীতে।
চলবে না কেউ মোদের নিয়ে?—সাগরের তো চলছে জল;
পরের কথা ভাবব পরে;—বেরিয়ে পড় বন্ধুদল।

ছেলের দল

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল,—ভাস্‌ছে যেন আল্‌গা স্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাবনা যা' সে' ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।
ওরাই ভাল বাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,
প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে, খুল্‌তে জানে মনের কল,—
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল।

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে ;
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
দেশ-দেশান্তে ছুটছে আজি আন্‌তে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
মার্কিনে আর জর্ম্মনিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচীতে আগুন জ্বেলে শিখছে ওরা কল্জাকল ;
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ তেজ-অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্ব্বভরে ;
প্রয়োজনের ওজন মত আয়োজন সে কর্ত্তে পারে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ত্রুটি ওদের অনেক হয়,—
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;

তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ;
আলাদীনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

কালোর আলো

কালোর বিভায় পূর্ণ ভুবন ; কালোরে কে করিস্ ঘৃণা।
আকাশ-ভরা আলো বিফল কালো আঁখির আলো বিনা
কালো ফণীর মাথায় মণি,
সোনার আধার আঁধার খনি ;
বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা ;
কালোর গানে পুলক আনে, অসাড় বনে বয় দখিনা !

কালো মেঘের বৃষ্টিধারা তৃপ্তি সে দেয় তৃষ্ণা হরে,
কোমল হীরার কমল ফোটে কালো নিশির শ্যাম-সায়রে
কালো অলির পরশ পেলে
তবে মুকুল পাপড়ি মেলে,—
তবে সে ফুল হয় গো সফল রোমাঞ্চিত বৃন্ত ‘পরে !
কালো মেঘের বাহুর তটে ইন্দ্রধনু বিরাজ করে।

সন্ন্যাসী শিব শ্মশান-বাসী—সংসারী সে কালোর প্রেমে ;
কালো মেয়ের কটাক্ষেরি ভয়ে অসুর আছে থেমে।
দৃপ্ত বলীর শীর্ষ'পরে
কালোর চরণ বিরাজ করে,
পুণ্য-ধারা গঙ্গা হ'ল—সেও তো কালো চরণ ঘেমে ;
দূর্ব্বাদলশ্যামের রূপে—রূপের বাজার গেছে নেমে।

প্রেমের মধুর ঢেউ উঠেছে কালিন্দীরি কালো জলে,
মোহন বাঁশীর মালিক যেজন তারেও লোকে কালোই বলে ;
বৃন্দাবনের সেই যে কালো—
রূপে তাহার ভুবন আলো,
রাসের মধুর রসের লীলা,—তাও সে কালো তমাল-তলে ;
নিবিড় কালো কালাপানির কালো জলেই মুক্তা ফলে।

কালো ব্যাসের কৃপায় আজো বেঁচে আছে বেদের বাণী,
দ্বৈপায়ন—সেই কৃষ্ণ কবি—শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরেই মানি ;
কালো বামুন চাণক্যেরে
আঁটবে কে কূট-নীতির ফেরে ?
কাল-অশোক জগৎ-প্রিয়,—রাজার সেরা তাঁরে জানি ;
হাব্‌সী কালো লোক্‌মানেরে মানে আরব আর ইরাণী।

কালো জামের মতন মিঠে—কালোর দেশ এই জম্বুদ্বীপে—
কালোর আলো জ্বল্‌ছে আজো, আজো প্রদীপ যায়নি নিবে।
কালো চোখের গভীর দৃষ্টি
কল্যাণেরি কর্‌ছে সৃষ্টি,—
বিশ্ব-ললাট দীপ্ত—কালো রিষ্টিনাশা হোমের টিপে,
রক্ত চোখের ঠাণ্ডা কাজল—তৈরী সে এই ম্লান প্রদীপে!

কালোর আলোর নাই তুলনা—কালোরে কী করিস্‌ ঘৃণা!
গগন-ভরা তারার মীনা বিফল—চোখের তারা বিনা;
কালো মেঘে জাগায় কেকা,
চাঁদের বুকেও কৃষ্ণ-লেখা,
বাসন্তী রং সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা,
কালোর গানে জীবন আনে নিথর বনে বয় দখিনা!

আমরা

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;-
বাম হাতে যার কম্‌লার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,

কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে, 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন স্বপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশীষে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া ;
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।

বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে;
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে,
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে;
শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটী।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে;
অতীতে যাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

ফুল-শির্ণি

(মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দের অভ্যর্থনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক আহূত সভায় কোজাগর পূর্ণিমায় পঠিত ।)

গুগ্‌গুলু আর গুলাবের বাস
  মিলাও ধূপের ধূমে !
সত্যপীরের প্রচার প্রথমে
  মোদেরি বঙ্গভূমে ।
পূর্ণিমা রাতি ! পূর্ণ করিয়া
  দাও গো হৃদয় প্রাণ ;
সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে
  হিন্দু-মুসলমান ।
পীর পুরাতন,—নূর নারায়ণ,—
  সত্য সে সনাতন ;
হিন্দু-মুসলমানের মিলনে
  তিনি প্রসন্ন হ'ন্ ।
তাঁরি ইশারায় মিলিয়াছি, মোরা
  হৃদয়ে জ্যোৎস্না জ্বালি' ;
তাঁহারি পূজায় সাজায়ে এনেছি
  ফুল-শির্ণির ডালি ।

পুলকের ফেনা সফেদ্ বাতাসা
  শুভ্র চামেলি ফুল,—
হৃদয়ের দান প্রীতির নিদান
  আলাপের তাম্বূল!
মিলন-ধর্ম্মী মানুষ আমরা
  মনে মনে আছে মিল্,
খুলে দাও খিল, হাসুক নিখিল
  দাও খুলে দাও দিল্!
হিন্দু-মুসলমানে হ'য়ে গেছে
  উষ্ণীষ-বিনিময়,
পাগ্ড়ী-বদল্-ভাই—সে আদরে
  সোদর-অধিক হয়।
সুফি-বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি
  আমাদের এই দেশে!
সত্যদেবের ইঙ্গিতে মেশে
  বাউলে ও দরবেশে!
বাহারে মিলায়ে বসন্ত রাগ,—
  সিন্ধুর সাথে কাফি,—
এক মার কোলে বসি' কুতূহলে
  মোরা দোঁহে দিন যাপি।
মিলন-সাধন করিছে মোদের
  বিশ্বদেবের আঁখি,

তাঁর দৃষ্টিতে হ'য়ে গেল ফুল-
শির্ণিতে মাখামাখি !
গুগ্‌গুলু জ্বালি' ধূপের ধোঁয়ায়
মিলায়ে দাও গো আজি,
বাণী-মন্দিরে বীণার সঙ্গে
সিতার উঠেছে বাজি' !

গান

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি !
চন্দনেরি গন্ধভরা,—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখান্‌টিতেই শীতল-পাটি !
শিয়রে তার সূর্য্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি !

নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি।
মউল্ ফুলের মাল্য মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ-ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী' জোগায় গো সে,
কোলভরা তার কনক ধানে
আট্‌টি শীষে বাঁধা আটি।
সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি,
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,—
মুক্তি-সুখের বার্ত্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটী।

আমি

তোমরা সবাই যা' বল ভাই, আমি তো সেই আমিই,
সমান আছি সকল কালে,—সমান দিবাযামী ;
আমি তো সেই আমি।
বাইরে থেকে দেখ্‌ছে লোকে,—
বেজায় বুড়ো,—চশমা চোখে,
মুখোস্‌ দেখে যাচ্ছে ঠ'কে,—ভাবছে "এ নয় দামী" !
কিন্তু আমি জান্‌ছি মনে—আমি তো সেই আমি !
ভিতরে যে মনটি আছে
উল্লাসে সে আজো নাচে,—
নাচ্‌ত যেমন বাল্যে পেলে মুড়কি-লাড়ুর ধামী ;
আমি তো সেই আমি !
বাইরে ভেঙে পড়ছে মাজা
কিন্তু আছে প্রাণটি তাজা,
যৌবনে সে যেমন ছিল হৃদয়-মধু-কামী ;—
আমি তো সেই আমি।
মায়ের দুলাল মিতার মিতা,
দাদার ভাইটি, ছেলের পিতা,
সীতার শ্রীরাম—তার মানে ওই গৃহিণীটির স্বামী ;
আমি তো সেই—আমি।

শানাই-বাঁশী—কানাই-বাঁশী—
আগের মতোই ভালবাসি
ভালবাসি রঙ্গ হাসি—যায়নি লেহা থামি' ;—
আমি যে সেই আমি।
ফুলের গন্ধ চাঁদের আলো
আগের মতোই লাগে ভালো
আবীর-মাখা মেঘের কোণে সূর্য্য অস্ত-গামী ;
আমি যে সেই আমি।
সকল শোভা সুখের মাঝে
আমার আমি মিশিয়ে আছে,—
মোহন-মালার মধ্যিখানের পান্না-হীরার থামি ;—
আমি গো এই আমি।
দেখ্‌ছ বুড়ো বাইরে থেকে,—
রায় দিতে হয় ভিতর দেখে,
দু'টো হিসাব ভজ্‌লে তবে মিল্‌বে সাল্‌তামামী ;
আমি যে সেই আমিই।

ভোজ ও পুত্তলিকা

(৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র দর্শনে)

যে এসেছে আজ আসনে বসিতে
তারো ভালে রাজ-টীকা,
তবে কেন তোরা হইলি বিমুখ
ওরে ও পুত্তলিকা !
তোরা কী বলিবি ? চিরনির্জীব
তোদের কী আছে কথা ?
পুতুল থাকিবি পুতুলের মত ;—
কেন এই বাতুলতা ?
চাষারে তো ক'রে তুলেছিলি রাজা,—
তাহাতে তো ছিলি রাজী,
ভোজরাজে দেখি তবে কেন হেন ?
কেন এই ভোজবাজী ?
চোখ, মুখ,—সব থাকে পুতুলের,
তবু সে কহে না কথা,
পুরাণো সে ধারা ভেঙে চুরে দিবি ?—
সনাতন মৌনতা ?

পুতুল হইয়া তর্ক করিবি ?
    ছেড়ে চ'লে যাবি পায়া ?
ভোজ বসে যদি এ মহা-আসনে ?—
    নাই কিরে দয়া-মায়া ?
বত্রিশখানা হ'য়ে চ'লে তোরা
    যাবি বত্রিশ দিকে ?
জনমের মত ধূলিসাৎ করি'
    পুরাণো আসনটিকে ?
বিক্রম এই আসনে বসেছে ?
    বসেছে ;—তাহাতে কিবা ?
তার পরে কত বসেছে কুকুর,
    বসেছে তো কত শিবা ।
তোরা তো মাত্র পুতুল ; তোদেরো
    আছে নাকি মতামত ?
যা' হোক কিন্তু, খুব দেখাইলি ;—
    চরণে দণ্ডবৎ !
রাজা নিজে খাড়া রয়েছে সম্মুখে,—
    তাহারে বসিতে বল্,
তা, না,—জুড়ে দিলি প্রশ্নের পরে
    প্রশ্ন অনর্গল !
গল্পের পরে গল্প চ'লেছে
    নাম নাই ফুরাবার,

লগ্ন ফুরায়ে যায় যে এদিকে,
খবর রাখিস্ তার ?
ভোজ হ'তে নয় বিক্রমই বড়,—
বড় বত্রিশ বার ;
তা' ব'লে আসনে বসিতে দিবি না ?—
এই কি শিষ্টাচার ?
বড় মুখ ক'রে এসেছে বেচারা,—
ওরে তোরা দয়া কর্ ;
দেখ দেখি কত ডঙ্কা, নিশান,
কত সে আড়ম্বর !
দধি, দর্পণ, দূর্ব্বা এনেছে
সাজায়ে সোনার থালে,
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর ছবি
লিখেছে বাঘের ছালে।
বিক্রম সম সাহসটি ঠিক
না হয় নাহিক বুকে,—
না হয় অবোধ ঘোষণা ক'রেছে
নিজ যশ নিজমুখে ;—
তবু, একবার বসিতে দে, আহা
কেন থাকে মনে খেদ ;
এ কি ! যাস্ কোথা ?—না ফুরাতে কথা
মাঝখানে দিলি ছেদ !

সওয়াল-জবাবে নাকাল করিয়া
শেষে দিলি পিট্‌টান !
'হাপু-গেলা' হ'য়ে হবু-মহারাজ
হাপুস্ নয়নে চান্ !
পাষাণের প্রাণ নেহাৎ তোদের,
না, না, থুড়ি, কেঠো প্রাণ,
বাহ্যভাণ্ড করিয়া পণ্ড
হ'লি অন্তর্ধান !
কালকূটে ভরা চামচের মত
দিনে ওড়ে চামচিকা,
রাজটীকা তোরা ব্যর্থ করিলি,
নারাজ পুত্তলিকা !

নষ্টোদ্ধার

আমরা এবার মন করেছি
ডোবা জাহাজ তুল্‌তে,
যাচ্ছি সাগর—ভরা ডুবির
ধনের ঘড়া খুল্‌তে !
মোহরভরা ধনের ঘড়ায়
যদিই লোণা জল ঢুকে যায়—

সোনা তবু সোনাই থাকে
পারি নে সে ভুল্‌তে ;
আমরা এবার পণ করেছি
ডোবা জাহাজ তুল্‌তে !

মন ক'রেছি আমরা ক'জন
নষ্ট মানুষ তুল্‌তে,
পঙ্কে আছি নাব্‌তে বাজী
মনের চাবী খুল্‌তে !
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে—
মজিয়ে থাকে মগজটাকে—
মানুষ তবু মানুষ, ওগো
পারব না তা' ভুল্‌তে,
মন করেছি—পণ করেছি
হারা হৃদয় তুল্‌তে।

উছল ঢেউয়ের পিছলা পিঠে
হবে রে আজ দুল্‌তে,
ক্ষতির খাতায় পড়বে না সব,—
পারিস্‌ যদি উল্‌তে ;
জাহাজীরা যাদের মানে
—হাজা-মজার হিসাব জানে—

তারা তো কেউ দেখায় না ভয়,—
দিচ্ছে সাহস উল্‌টে ;
আয় তবে আয়, চল্‌ দরিয়ার
ওলোন্‌-ঝোলায় ঝুল্‌তে।

লোণা জলে রেশম পশম
আর দেওয়া নয় ফুল্‌তে,
আর দেওয়া নয় পতিত জনে
পাপের নেশায় ঢুল্‌তে ;
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে,—
আমরা শোধন করব তাকে,
করতে হবে নূতন বোধন
জাগিয়ে তারে তুল্‌তে,
মানুষ—দোষে গুণেই মানুষ,—
পারব না সে ভুল্‌তে।

কাঁটা ঝাঁপ

কাঁটা ঝাঁপের বাজনা বাজে, ঢাকের পিঠে পাখনা দোলে,
মহেশ্বরে স্মরণ ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ কাঁটার কোলে।
দৃষ্টি রাখিস্‌ শিবের পায়ে, চাস্‌ নেরে আর নিজের প্রতি,
কাঁটার জ্বালা ভোলায় ভোলা,—ভুলিস্‌নে তা' ব্রতের ব্রতী।

দেব্‌তা মানুষ সবাই মিলে তোর পানে আজ আছে চেয়ে,
মঞ্চে উঠে ডরাস্‌ নে মন ! পিছাস্‌ নে রে সাম্‌নে ধেয়ে।
সংসারী তুই সন্ন্যাসী আজ শিবের শুভ প্রসাদ লাগি',
শিবের পায়ে হৃদয় সঁপে পালিয়ে হবি পাপের ভাগী ?
আগুন লুফে কাঁটায় শুয়ে দিন ক'টা তুই কাটিয়ে দেরে,
শিবের দোহাই, পিছাস্‌ নে ভাই পরীক্ষাতে যাসনে হেরে।
ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ কাঁটার বুকে উল্লাসে প্রাণ উঠুক মেতে,
কাঁটা সে হয় কুসুম-শয্যা মহেশ্বরের কটাক্ষেতে।
কাঁটা ত নয় কেবল কঠোর,—রুদ্র শিবের অঙ্গুলি ও,—
কোল যে দিতে পারে কাঁটায় সেই মহেশের হয় রে প্রিয়।
জীবের মধ্যে শিব রয়েছেন সকল কালে সকল কাজে ;
শঙ্কা কি তোর ? ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌, দেখ্‌রে তাঁরে নিজের মাঝে

গান

মন ! আমার হারায়ে যা' রে !
(তোর) কাজ কিরে আর কূল-কিনারে ?
কান্না হাসির ঢেউয়ে ঢেউয়ে
অকূল পানে চল্‌রে বেয়ে
(যেথা) কূল ভাঙে না বান ডাকে না—
তরঙ্গ নেই যে পাথারে !

ক্ষুদ্রের প্রার্থনা

ঠাঁই দাও সখা! কুণ্ঠা-কাতর
শীতল-শিথিল কুন্দরে ;—
ব্যথা-বিমর্ষে তোমারি হর্ষে
তব নিরাময় সুন্দরে।
লুকায়ে লও হে লাজ-লাঞ্ছিতে
অনাথ-শরণ ধূলিতে—
লজ্জা-হরণ তোমার চরণ-
কমলের রেণুগুলিতে!
কুহেলি আঁধার মরণের পারে
অমৃতে জুড়ায়ে দাও হে তাহারে ;
ক্ষুদ্র তরীটি লও হে ভিড়ায়ে
চির-নিরাপদ বন্দরে।

গান

আজিকে শীতের শেষ সবুজের নবোন্মেষ,
জলস্থল বিকাশ-বিহ্বল!
মত্ত হাওয়া হাহা স্বরে কারে যেন খুঁজে মরে,
দেহ প্রাণ আকুল চঞ্চল।

মন তবু আজি কয় এ উৎসব কিছু নয়,
আমি আর নহিক ইহার ;
সকল হাসির মাঝে আমি দেখিতেছি রাজে
আজ শুধু কঙ্কালের হার !
আমি শুধু ছায়া গণি' শুনি' নিজ পদধ্বনি
খুঁজে ফিরি বিশ্বের দুয়ার,
চড়ায় ঠেকেছে তরী,— আমি শুধু ভেবে মরি,—
ফিরিল না এখনো জুয়ার !
দুই পারে আনাগোনা দুই পারে যায় শোনা
আনন্দের মৃদু কোলাহল,
আমি হেথা কর্ম্মহীন ব'সে আছি দীর্ঘ দিন,—
দীর্ঘ দিন বেদনা-বিহ্বল !
দুনিয়ার দুই পিঠে মরা বাঁচা দুই মিঠে,
তিক্ত শুধু ম'রে বেঁচে থাকা ;—
পুতুলের প্রাণ ধ'রে খেলা-ঘরে বাস ক'রে
কলের টিপনে ডাক ডাকা।
আর না, আর না খেলা, ডেকে লও এই বেলা,
লীলাময় আর কেন, হায় !
মরণ-সিন্ধুর নীরে তুফান তুলিয়া, ধীরে
ডুবাইয়া লও করুণায়।

সুদূরের যাত্রী

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
চ'লে যাই, ভাই,
জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ
দেখিবে সে নাই।
তোমরা খুঁজিবে কিনা জানি না ; সকলে
চাহিয়াছি আমি ;
খেলায় দিয়েছি যোগ আমি তোমাদের
ছিনু অনুগামী।
তোমাদের মাঝে এসে অনেক ঘটেছে
কলহ বিবাদ,
আজ ক্ষমা চাহিতেছি, ক্ষমা কর ভাই
মোর অপরাধ।
আমার একান্ত ইচ্ছা ভাল মন্দ সবে
তুষ্ট রাখিবার,
সে চেষ্টা বিফল হ'য়ে গেছে বহুবার
অদৃষ্টে আমার।
আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি,
আজ ক্ষমা চাই ;

স্বেচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ,—
আমি জানি ভাই!
তোমাদের কাছে যাহা পেয়েছি সে মোর
চির জনমের,
উঠাতে চাহিলে আর উঠিবে না কভু
চিহ্ন মরমের।
খেলাধূলা কতমত অশ্রুভরা স্মৃতি
সারা জীবনের
মেলামেশা, ভালবাসা, কোলাহল, গীতি,
আনন্দ মনের,—
যেমন রয়েছে আঁকা মরমে আমার
রবে সে তেমনি,
যা-কিছু প্রাণের মাঝে করেছি সঞ্চিত
অমূল্য সে গণি।
মনে থাকে মনে কোরো, আমি তোমাদের
ভুলিব না, হায়!
তোমাদের সঙ্গ-হারা সঙ্গী তোমাদেরি
বিদায়! বিদায়!

আবার

যেদিন আবার ফুট্‌বে মুকুল
সেদিন আমায় দেখ্‌তে পাবে ;
ফাগুন হাওয়া বইলে ব্যাকুল
থাক্‌ব দূরে কোন্ হিসাবে !
আস্‌ব আমি স্বপন ভরে,
গভীর রাতে ভুবন 'পরে ;
হাস্‌ব আমি জ্যোৎস্না সাথে,
গাইব যখন কোকিল গাবে !
তোমরা যখন কইবে কথা
শুন্‌ব আমি শুন্‌ব গো তা',
আমার কথা হরষ-ব্যথা
হায় গো হাওয়ায় ভেসেই যাবে !

পুনর্ন্নব

আমার প্রাণের গানটি নিয়ে
গাইলে কে গো আমার কানে ?
বন্ধ হ'ল কণ্ঠ আমার
উথ্‌লে-ওঠা অশ্রু-বানে ।

আমারি বাসন্তী গীতি—
আমারি সে কণ্ঠ নিয়ে,
আজি এ ঘুমন্ত রাতে
কে যায় গো ওই গেয়ে গেয়ে !
যে গান আমার কণ্ঠে ছিল
ফুট্‌ল সে আজ কাহার তানে ;
হারা দিনের লুপ্ত ধারা
জাগ্‌লো সে কি নূতন প্রাণে !

প্রভাতের নিবেদন

প্রভাতে বিমল ক'রেছ যেমন
অমনি বিমল কর মন,
অমনি শান্ত-শীতল, অমনি
হরষের রসে নিমগন।
বেদনার কিবা উদ্বেজনার
চিহ্ন না থাকে কোনো খানে আর,
ছেয়ে যায় যেন আলোয় পরাণ,
বয়ে যায় মৃদু সুপবন।

পরীক্ষা

আমারে আজিকে ফেলেছিলে প্রভু!
বিষম অগ্নি-পরীক্ষায় ;
নব জীবনের দুয়ার যে সেই,—
আমি তো আগে তা, বুঝিনি, হায়!

উদ্ধারি' মোর মুকতি-মন্ত্র,—
মোর অজ্ঞাত আমারি বল,
করি' প্রবুদ্ধ করিলে শুদ্ধ,
হৃদয় করিলে সুনির্ম্মল।

সহসা পড়িল বজ্রের শিখা
নিরালয় মোর পরাণ 'পরে,
জ্বলে গেল যত গ্লানি জঞ্জাল,
গেল জ্বলে গেল ধূ ধূ ধূ ক'রে।

সে যে উর্ব্বর ক'রে দিয়ে যাবে
সে-কথা জানিতে পারি নি আগে,
আমি ভেবেছিনু মূর্ত্তিমন্ত
মরণ আজিকে আমারে ডাকে!

একেবারে শত লেলিহ রসনা
　　লেহন করিতে লাগিল দেহ,
বিশুষ্ক তালু-লগন জিহ্বা
　　ফুকারি' ডাকিতে নাহিক কেহ।

রোম-কণ্টকে ভরিল শরীর
　　মূর্চ্ছা হাসিল মদির হাসি,
তখনো জানি নি তুমি সে নিভৃতে
　　করিছ শিথিল মোহের ফাঁসী।

চপল মনের শেষ নির্ভর
　　অন্তরযামী জানিতে একা,
আগুনে পোড়ায়ে করি' পবিত্র
　　চিত্তে আবার দিলে হে দেখা।

যত পণ করি আপনার মনে
　　বারবার তাহা টুটিয়া পড়ে,
তাই করুণায় কঠোর হ'য়েছ
　　শক্তি প্রেরণা করিতে জড়ে।

শ্যামিকায় তুমি শুদ্ধ করেছ,
　　উজ্জল করেছ, করেছ খাঁটি,

দুঃসহ তাপে তপ্ত করেছ
তাই তো ঝরেছে মলা ও মাটি।
রুদ্র-মূরতি! তোমার আরতি
করিতে আজিকে শিখেছি, প্রভু!
বারে বারে মোরে কোরো পরীক্ষা,
দুর্ব্বলে ভুলে থেক না, কভু।

পথের পঙ্কে

পথের পঙ্কে পড়েছে যে ফুল
ওগো! তারো পানে ফিরিয়া চাও!
তার কলঙ্ক-লাঞ্ছিত মুখ
তুমি স্নেহভরে মুছায়ে দাও!
এখনো যে তার মৃদু-সৌরভ
নীরবে জানায় তারি গৌরব,
তারে পায়ে দলে যেয়ো না গো চলে,
বেদনা তাহার তুমি ঘুচাও।
পরুষ পরশে তারে ছুঁয়োনাক'
পাপ্‌ড়ি পড়িবে টুটিয়া,
নব বেদনায় ব্যথিত সে, হায়,
কাঁদিবে লুটিয়া লুটিয়া;

শুধু ভালবেসে নাও যদি তুলে
গ্লানি কলঙ্ক সব যাবে ভুলে,
মরিবার আগে নব অনুরাগে
মন-প্রাণ তার যদি জুড়াও !

যথার্থ সার্থকতা

আমার কামনা বিফল করিয়া
আমারে সফল কর, নাথ !
আবিল হৃদয়ে আঁখিজলে ধুয়ে
প্রভু ! তুমি ধীরে ধর হাত।
কোন্ পথে যাব তুমি শুধু জান,—
কোথা আছে মম ঠাঁই,
ভাঙা বাঁশী আর কি কাজে লাগিবে
আমি শুধু ভাবি তাই !
সাধ ক'রে শুধু ঘটেছে বিষাদ
আর করিব না কোনো সাধ,
হীন এ হৃদয়ে দীনতা শিখাও,
চরণে করিহে প্রণিপাত ।

পিপাসী

তোমারি চরণ-কমলের মধু-
পিপাসায় প্রাণ কাঁদে !
চিত্ত-চকোর মত্ত হয়েছে
ছুঁইতে ছুটেছে চাঁদে !
স্বপন-বরষা নেমেছে সহসা
নীরবে ভুবনময় !—
ফুলগুলি কথা কয় !
বাতাস কোথায় নিয়ে যেতে চায়
উদাসীন উন্মাদে !
মরম-বীণার ছিঁড়ে গেছে তার
তাই আছি ম্রিয়মাণ,
থেমে আছে তাই গান ;
তুমি তারে তারে দাও নব প্রাণ
জাগাও নূতন তান !
আঁখি-জলে মোরে করি' নিরমল
ফোটাও তরুণ হাসি,—
শারদ শেফালিরাশি ;
দুঃখের ধূপে সুরভি কর গো
মিলনের আহ্লাদে !

সফল অশ্রু

নয়নের জল সফল হয়েছে
প্রভু হে তোমার চরণ ছুঁয়ে ;
বর্ষা-যামিনী কেঁদেছিল, তাই
মলিনতা তার গিয়েছে ধুয়ে !
সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না,
বজ্র জ্বালিয়া করিলে আলো,
শুষ্ক আমার শূন্য হৃদয়
অশ্রু-সলিলে ভরিলে ভালো ।
অবিরল ধার করুণা তোমার
প্রভু হে দিয়েছ লুটায়ে ভূয়ে.
ভাবনার আজি অন্ত পেয়েছি
পরাণের ভার চরণে থুয়ে ।

প্রার্থনা

ধরম ব'লে যা' মরম জেনেছে
সেই সে করম করিতে দাও,
পরম শরণ ! অভয় চরণ
কম্পিত করে ধরিতে দাও ।

হৃদয়ে আমার জ্বাল প্রভু জ্বাল,
তোমার করুণ নয়নেরি আলো,
তোমারি প্রসাদ জনমে মরণে
নিত্য নিয়ত বরিতে দাও ;
স্তব্ধ করিয়া দাও হে আমার
লুব্ধ মনের চির হাহাকার,
শান্তি-শীতল তব পারাবারে
শূন্য জীবন ভরিতে দাও।
সূর্য্য না ওঠে তুমি জেগে রবে,—
বন্ধু না জোটে তুমি ডেকে লবে,—
এই আশাবাণী অন্তরে মানি'
অকূল পাথারে তরিতে দাও।

ভিক্ষা

জাগিয়ে রেখ একটি তারার আলো,
একটু দয়া রেখ আমার 'পরে,—
চোখে যখন দেখ্‌তে না পাই ভালো
দু' চোখ যখন চোখের জলে ভরে,-
গহন আঁধার, অকূল পাথার, আবিল কুজ্ঝটিকা-
জ্বালিয়ে রেখ তোমার প্রেমের শিখা !

বিপুল জগৎ ক্ষুদ্র হ'য়ে এলে
ঠাঁই যেন পাই তোমার ছায়ায় প্রভু !
নীল আকাশে ক্লান্ত আঁখি মেলে
শান্তি যেন পাই পরাণে, তবু !
চক্ষে ধারা, বাইরে আঁধার—দ্বিগুণ কুজ্ঝটিকা,
জাগিয়ে রাখ অমর প্রেমের শিখা।

বাইরে যখন লজ্জাতে শির নত,—
নিষ্ফলতার নিঃস্ব নিশাস প্রাণে,
অন্তরেতে অপমানের ক্ষত
রসাতলের পথে যখন টানে,—
বুকে যখন জ্বলে সঘন সর্ব্বনাশী চিতা,
দয়া রেখো পিতা ! আমার পিতা !

একটি তারার একটু শুভ্র আলো
জাগিয়ে রেখ আমার যাত্রা-পথে,
ঘিরবে যেদিন মৃত্যু-আঁধার কালো
ফিরতে যেদিন হবে নীরব রথে,
যম-নিয়মের নিমে যখন সকল তনু তিতা,—
দয়া রেখ পিতা ! আমার পিতা !

আকিঞ্চন

ভেঙে আমায় গড়তে হবে, প্রভু !
মনের মতন করতে হবে, মন !
অভাজনের এই নিবেদন, ওগো !
দুর্ব্বলের এই প্রাণের আকিঞ্চন !
ক্ষণে ক্ষণে পড়ছি দেখ হেলে,—
ঢেউগুলা সব যাচ্ছে আমায় ঠেলে,-
প্রাণের ভিতর শক্তি নাহি মেলে,
ঠাকুর আমার ! আমার নিরঞ্জন !

লক্ষ ঠাঁয়ে নোয়াই মাথা, প্রভু !
দেখাদেখি ছোঁয়াই মাথা পায়ে,
চল্‌তে বাঁয়ে ডাইনে কেবল চাহি
ডাইনে যেতে তাকাই ফিরে বাঁয়ে !
মনে মনে জান্‌ছি যেটা মেকী
পরের চোখে তারেই খাঁটি দেখি !
ভয় করি হায়,—বল্‌বে শেষে কে কি ;-
আঁচড় কি আঁচ লাগতে না পায় গায়ে !

পঙ্গু হ'য়ে পড়্ছি এম্‌নি ক'রে
সায় দিয়ে যে ফেল্‌ছি গো না বুঝে !
বিকিয়ে গেল মগজ-মহাল-খানা
সই দিয়ে হায় চক্ষু দুটি বুজে ;
জীর্ণ চাকা অভ্যাসেরি রথে
চল্‌ছি প্রভু ! সর্ব্বনাশের পথে,
খুল্‌ছেনাকো দৃষ্টি কোনো মন্ত্রে,
দিগ্বিদিকের ঠিক নাহি পাই খুঁজে ।

সাম্‌নে বিপদ চক্ষে নাহি দেখি,
দারুণ আঁধার নাই গো আমার সাথী ;
বাঁচাও তুমি বাঁচাও মোরে, প্রভু !
জাগাও প্রাণে তোমার অমল ভাতি ।
মনকে আমার মনের মতন কর,
ওগো প্রভু ! ভেঙে আমায় গড়,
সৃষ্টি তুমি কর নূতনতর
ফোটাও ফুলে বজ্র-অনল-পাতি !

ক্ষীণ,—সে ক্রমে হচ্চে নিষ্করুণা—
রক্ষা কর, রক্ষা কর স্বামী !
কুণ্ঠা, গ্লানি দগ্ধ তুমি কর
হে বজ্রধর ! মর্ম্মে এস নামি' ;

পণ্ড শত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সে
স্মৃতির হ্রদে শবের মত ভাসে,
টান্‌ছে আমায় সর্ব্বনাশের গ্রাসে,—
বাঁচ্‌ব তবু তোমার কৃপায় আমি।

দয়া আমায় করতে তোমায় হবে
মনের মতন করতে হবে মন,
নূতন কথা নয়কো এ তো প্রভু!
এ যে তোমার বিধান সনাতন ;
গড়তে ব'সে খেলছ ভাঙন খেলা,—
জগৎ জুড়ে চিহ্ন যে তার মেলা!
ভেঙে গড়ে তুচ্ছ মাটির ঢেলা
করলে মানুষ,—দিলে জ্ঞানাঞ্জন!

সৃজন-লীলার প্রথম হ'তে প্রভু!
ভাঙাগড়া চল্‌ছে অনুক্ষণ,
পাখী জনম শাখী জনম হ'তে
রাখ্‌ছ কথা—শুন্‌ছ নিবেদন ;
আজ কি হঠাৎ নিঠুর তুমি হবে?
কান্না শুনে নীরব হ'য়ে র'বে?
এমন কভু হয় না তোমার ভবে,
মনে মনে বল্‌ছে আমার মন!

আমায় তুমি পক্ষী-মাতার মত
যুগে যুগে করলে আচ্ছাদন,
আকাশ-ডানা দিগন্তে তাই নুয়ে
নীড়ের তৃণ করছে আলিঙ্গন !
সকল ধনে করলে আমায় ধনী,
পদ্ম-ফুলে রাখ্‌লে প্রভু ! মণি,
বুদ্ধি দিলে—যোগ্য আমায় গণি'
তবু আমার ভরল না, হায়, মন।

এবার আমায় কর্ত্তে হবে খাঁটি
ওগো আমার দীপ্ত হুতাশন !
পুড়িয়ে দেবে সকল মলামাটি,—
রাঙিয়ে আমায় নেবে নিরঞ্জন !
পাখী শাখী মানুষ হ'ল, তবু,
মনের মতন মন হ'ল না কভু,
ভেঙে আমায় গড়তে হবে, প্রভু
মনের মতন করতে হবে মন।

নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার
আলোকে বসতি যার,-
প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়
সৃজিল যে বারবার,—
অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া
বাজায় যে ওঙ্কার,—
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
তাহারে নমস্কার।

শ্রী-রূপে কমলা ছায়া সম যার
আদরে ও অনাদরে,—
মালা দিল যারে সরস্বতী সে
আপনি স্বয়ম্বরে,—
কৌস্তুভ আর বন-ফুল-হার
সমতুল প্রেমে যার,—
যার বরে তনু পেয়েছে অতনু
তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে
ভাবনার জটাভার,—
চির-নবীনতা শিশু-শশী-রূপে
অঙ্কিত ভালে যার,—
জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার,—
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
চরণে নমস্কার।

সৃজন-ধারার সোনার কমল
ধরেছে যে-জন বুকে,—
শমীতরু সম রুদ্র অনল
বহিছে শান্তমুখে,—
অনুখন যেই করিছে মথন
অতীতের পারাবার,—
অনাগত কোন অমৃতের লাগি,'-
তাহারে নমস্কার।

নিশান্তে

আঁধার ঘরের বাহিরে কে ওই
হের দেখ ওগো চাহিয়া !
সমীর এনেছে কার সংবাদ
সুপ্তি-সাগর বাহিয়া !
রুদ্ধ দুয়ার খুলে দাও, আঁখি মেলে চাও,
কমল-কোরক ধ্যানে কি জানিল—জেনে নাও,
চঞ্চল হ'ল আহ্লাদে পাখী
উড়িছে-পড়িছে গাহিয়া ;
স্ফুরিছে আলোক ঝুরিছে গন্ধ
প্রেম-নীরে অবগাহিয়া।

দেব-দর্শন

অর্দ্ধ-উদয় দেখেছি তোমার
দেখেছি উদয়-সাগর-কূলে,
ওগো সুমহান্ ! ওগো শুভ ! মোর
আধেক বাঁধন গিয়েছে খুলে।

দেখেছি তোমার সহস্র বাহু
অযুত শীর্ষ দেখেছি চোখে,
যন্ত্রীর বেশ দেখেছি তোমার,—
সুনিয়ন্ত্রিত করিছ লোকে।

অপ্রমত্ত অযুত হস্ত
দেখেছি,—দেখেছি তড়িৎ আঁখি,
শুনেছি তোমার অভয় বচন,
অন্তরে ছবি গিয়েছে আঁকি।

একের মধ্যে দেখেছি অনেকে,
বহুর মধ্যে দেখেছি একে ;
শঙ্কা-হরণ শঙ্কর তুমি,
বিমোহিত মন মূরতি দেখে।

বিজলী-ঝলকে দেখেছি পলকে
জীবনে কখনো দেখিনি যাহা,—
সঙ্কেতে বাঁধ সাগরের ঢেউ,
ইঙ্গিতে গিরি হেলাও, আহা !

আঁধারে আলোকে দেখেছি পুলকে
আঁখির পলকে দেখেছি আধা,
উদ্যত তব সহস্র বাহু
নিয়মের রাখী-সূত্রে-বাঁধা !

সংযত তুমি, সংহত তুমি,
তুমি সুবিপুল শকতি-রাশি,
ওগো সুবিরাট্ ! ওগো সম্রাট্ !
অতুলন তব অভয় হাসি !

অর্দ্ধ-উদয়ে দেখেছি তোমায়,
পূর্ণোদয়ের পেয়েছি আশা ;
ওগো প্রিয় ! ওগো কাঙ্ক্ষিত !—মোর
মরণ-জয়ের পড়েছে পাশা।

একই লেখকের লেখা

বেণু ও বীণা

"পড়িয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইযাছি।"—প্রবাসী।

হোমশিখা

"ইহাতে উচ্চচিন্তার সহিত কল্পনার সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে।"

—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফুলের ফসল

"বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একখানি উৎকৃষ্ট 'লিরিক্'।"—ভারতী।

কুহু ও কেকা

প্রবাসী-পত্রের সংগৃহীত ভোট অনুসারে বঙ্গভাষার একশত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অন্যতম।

তীর্থ-সলিল

"কবিত্বের ও বিদ্যাবত্তার পূর্ণ পরিচয়।"—বঙ্গবাসী।

তীর্থরেণু

"তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টি-কার্য্য।"—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জন্মদুঃখী

অন্যায়পীড়িত দরিদ্র জীবনের করুণকাহিনী। নরোয়ের একখানি সুবিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ।

চীনের ধূপ

চীনদেশের ঋষি ও মনীষীদিগের ভাবসম্পুট।

হসন্তিকা

হাসির গান ও মজার কবিতা।

মণি-মঞ্জুষা

বহুদেশের বহুকবির বিচিত্র রসের মধুর কবিতার সরস অনুবাদ।

অভ্র-আবীর

"ইজ্জতের জন্য" "নূরজাহান" "মহাসরস্বতী" প্রভৃতি শতাধিক কবিতা আছে।

রঙ্গমল্লী

প্রাচীন ও নবীন নাটকীয় আর্টের সমাবেশ।

তুলির লিখন

নূতন ধরণের কবিতার বহি। কবিতায় গল্প।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত

হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার।

অক্ষয়কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত

মূল্য পাঁচ সিকা।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।